ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 January, 2021 ■ আগরতলা, ২৫ জানুয়ারী ২০২১ ইং ■ ১১ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজের চূড়ান্ত মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার আসাম রাইফেলস ময়দানে। ছবি নিজস্ব।

পাঁচ বন্ধু মিলে পিটিয়ে এক বন্ধুকে ছুড়ে ফেলে দিল ব্রিজের উপর থেকে, চাঞ্চল্য ইন্দ্রনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগর এ সামান্য ঝগড়াকে কেন্দ্র করে এক যুবককে ইন্দ্রনগর ব্রিজের নিচে ফেলে দিয়েছে তার পাঁচ বন্ধু। ব্রিজের নিচে ছুড়ে ফেলে দেওয়ায় ওই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে।

আহত যুবকের নাম রাহুল দেবনাথ। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রাহুল দেবনাথ এর সঙ্গে তার পাঁচ বন্ধুর গতকাল রাতে ইন্দ্রনগর ব্রিজের উপরে কথা কাটাকাটি হয়।এর জের ধরে ওই পাঁচ বন্ধু মিলে রাহুলকে কাঠের ফাইল দিয়ে মারধর করে ব্রিজের নিচ ছুড়ে ফেলে দেয়। তার অপর

এক বন্ধু বিষয়টি দেখতে পেয়েঅন্যান্য কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিজের নিচে নেমে তাকে খুঁজে বের করে অবস্থায় হাসপাতালে নিয়েযায় এবং তার বাড়িতে খবর দেয়।

খবর পেয়ে রাহুলের বাবা এবং পরিবারের অন্যান্য লোকজনরা জিবি হাসপাতালে ছুটে যান।ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হওয়ার পর রাহুলের বাবা এ ব্যাপারে তাঁর পাঁচ বন্ধুর নাম উল্লেখ করে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পর্যন্ততাদের জালে তুলতে পারেনি পুলিশ। ঘটনার পরপরই অভিযুক্তরা পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে। অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আহত রাহুলের পরিবারের লোকজন দাবি জানিয়েছেন। এদিকে পুলিশ এই ঘটনার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা শুরু করেছে।

রাজ্যে বেড়েছে স্বেচ্ছ রক্তদাতার সংখ্যা ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বিপ্লব কুমার দেব দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজ্যে রক্ত দাতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ২৭ হাজার ৫৭৪ জন রক্তদান করেছিল। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৩২ হাজার ৪২১ জন রক্তদান করেছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩৩ হাজার ২৩৭ জন রক্তদান করেছে।

তবে ২০২০ স্নালের এপ্রিল মাস থেকে রক্তদাতার সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে করোনার কারনে। তার পরেও ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত রক্তদান করেছে ১৮ হাজার ৬৭৩ জন। আবার ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রক্তদান করেছে ১ হাজার ৫০০ জন। তারথেকে বুঝা যায় মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রক্তদান করছে।

রবিবার অল ত্রিপুরা টিচার্স এসোসিয়েশানের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্ধোধনি অনুষ্ঠানে তথ্য তুলে ধরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্রমিকদের কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। বর্তমান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হল শ্রমজীবি মানুষকে ঠকিয়ে অর্থের পাহাড় তৈরি করা। তারা আয় করতে গেলে সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করে দেয়। এর দ্বারা স্পষ্ট পুঁজিপতি বড়লোকের দল বিজেপি। বড়লোকদের জন্য তারা শ্রমিকদের পকেট কাটে। এটাই একচেটিয়া বড়লোকের স্বার্থ রক্ষার দল। এর জন্য শ্রেণি সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

রবিবার সি আই টি ইউ চতুর্থ ডুকলি সম্মেলনে এভাবেই সরকারকে তুলোধুনো করলেন সি আই টি ইউ রাজ্য সভাপতির মানিক দে। শ্রমিক কৃষকরা হলো রাষ্ট্রের মেরুদন্ড। সরকার তাদের কথা না ভেবে পুঁজিপতি দেওয়ার কথা ভাবছে। তাই বড়লোকের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই ছাড়া আর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ ৫০ লক্ষ করোনা ভ্যাকসিন ভারত পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে

নয়াদিল্লী/ ঢাকা, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.)।। ভারত থেকে ৫০ লক্ষ করোনা ভাইরাসের টিকা বাংলাদেশে যাচ্ছে। সোমবারই সেই টিকা পৌঁছে যাবে বলে রবিবার জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি জানান, বাংলাদেশ সরকারিভাবে ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটে উৎপাদিত অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার তিন কোটি ডোজ কিনছে। এর প্রথম চালান আগামীকাল আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী।

সেরাম ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সরকারের করা চুক্তি অনুযায়ী, ওই তিন কোটি ডোজ টিকা বাংলাদেশ পাবে ছয় মাসের মধ্যে। বাংলাদেশে সেরাম ইনস্টিটিউটের টিকার 'ডিস্ট্রিবিউটর' হিসাবে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতি মাসে ৫০ লাখ ডোজ করে টিকা সরবরাহ করবে। এছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশনস বা গ্যাভি এবং কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশনসের গড়া প্ল্যাটফর্ম কোভ্যাক্স-এর আওতায় আরও আড়াই কোটি ডোজ টিকা আগামী জুনের মধ্যে বাংলাদেশ পাবে বলে সরকার আশা করছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০ জানুয়ারি দুর্যোগে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রতিবেশী দেশকে ২০ লক্ষ ডোজ করোনার টিকা দেয় ভারত।

এদিকে, করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে টিকাকরণ কর্মসূচি। এক সপ্তাহ ধরে ১৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ পেয়েছেন করোনার প্রতিষেধক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৫ লক্ষ ৮২ হাজার ২০১ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ধীরে হলেও ধারাবাহিক ভাবে কোভিড ভ্যাকসিনে ভীতি কাটছে।যার ফলে সময়ের সঙ্গে টিকাকরণের কাজ এগচ্ছে দ্রুতগতিতে। আপাতত সেরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি 'কোভিশিল্ড'এবং ভারত বায়োটেকের 'কোভ্যাক্সিন' নিয়ে দেশবাসীকে টিকা দেওয়ার কাজে নেমেছে কেন্দ্র। স্বাস্থমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী গতকাল অর্থাৎ শনিবার সারা দিনে করোনার টিকা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৯১ হাজার৬০৯ জন। সব মিলিয়ে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৫ লক্ষ ৮২ হাজার ২০১ জনকে করোনারটিকা দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হলেন ৪৭৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় সেখানে নতুন করে আরও ২০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। গত ২৪ ঘন্টায় ১৪ হাজার ১৬৯ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। রবিবার বিকালে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য দফতরের এক বুলেটিনে দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতির সর্বশেষ এ তথ্য জানিয়েছে।

দফতরের এক বুলেটিন অনুযায়ী গত ২৪ ঘন্টায় নতুন শনাক্ত ৪৭৩ জনকে নিয়ে বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্তেরসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৭৯৯ জন। আরও ২০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে পার্কিং করায় গাড়ি ভাঙচুর সোনামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোনামুড়ার রবীন্দ্রনগর এলাকায় একটি গাড়ির চাকার টায়ার কেটে দিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। গাড়িটির গ্লাস গুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে,এ ব্যাপারে গাড়ির মালিক সুনামুড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। সোনামুড়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাড়ির মালিক জানিয়েছেন রবীন্দ্র নগর এলাকায় রাস্তার পাশে প্রতিদিন চার পাঁচটি গাড়ি পার্কিং করে রাখা হয়ে থাকে। গতকাল স্থানীয় এক যুবক এখানে গাড়ি রাখতে আপত্তি জানিয়েছিল। এ নিয়ে তাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়।রাতেই গাড়ির চাকার টায়ার কেটে ফেলা এবং গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে ফেলার ঘটনার পর পরিস্থিতি উত্তপ্ত আকার ধারণ করে। গাড়ির মালিক এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ২যুবকের নাম উল্লেখ করে সোনামুড়া থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। গতকাল রাতে গাড়ির চাকার টায়ার কেটে দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আপত্তিজনক অবস্থায় গৃহবধূ ও যুবককে আটক করে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের পহরমুড়া চা-বাগানে পর স্ত্রীকে নিয়ে ফস্টি-নস্টি করতে গিয়ে আটক হলো এক যুবক। জানা যায় এক বিবাহিত মহিলাকে নিয়ে এক যুবক চা বাগানে যায়। বিষয়টি স্থানীয় মানুষজন এক নজরে আসে। তাদের দিকে গোপনে দৃষ্টি রেখে চলেছিল এলাকার লোকজনরা।

তাদের আচার-আচরণ দৃষ্টিকটু পরিলক্ষিত হওয়ায় স্থানীয় লোকরা তাদেরকে চা বাগানের ভেতরে আটক করে। অসংলগ্ন অবস্থায় তাদেরকে আটক করা হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণের অভিযোগ। তাদেরকে আটক করে উত্তেজিত জনতা উত্তম-মধ্যম দেয়। তাতে তারা অল্প বিস্তর আহত হয়। তারপর খবর পাঠানো হয় খোয়াই থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ছুটে আসে। আটক যুবক ও মহিলাকে থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। চা বাগান সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত কিছু লোকজন সেখানে এসে ফস্টি-নস্টি করে চলেছে। তাতে এলাকার পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে।

কেন্দ্রের কৃষি আইনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এআইকেকেএমএস'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। কেন্দ্রীয় সরকারকে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে রবিবার আগরতলা বটতলা টি আর টি সি অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করে এ আই কে কে এম এস নামে একটি সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কর্মী-সমর্থকরা বিক্ষোভ সভার আগে এক মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন।

মিছিল শেষে জমায়েতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন আগামী ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে কৃষকদের ট্রাক্টর সংগঠিত করা হবে।দিল্লিতে বৃহত্তর ও কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে এই রবিবার আগরতলায় এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয় বলে উল্লেখ করেন নেতৃবৃন্দ।কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে কালো আইন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন কেন্দ্রীয় সরকার আরোপিত তিনটি কৃষি আইন সংশোধন করলেই চলবে না তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে না নিলে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে বলেও নেতৃবৃন্দ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহায়ক মূল্যে ক্রয় করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলেও তারা দাবি জানিয়েছেন।

রবিবার আগরতলায় পৃথিবী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন শিল্পীরা। ছবি নিজস্ব।

বড় নরায়ণে নাবালিকার বিয়ে ভাঙল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। সোনামুড়ার বড় নারায়ণ এলাকায় ১৩ বছরের এক নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল চাইল্ড লাইন। জানা গেছে বড় নারায়ন এলাকার এক নাবালিকার বিয়ের দিন তারিখ চূড়ান্ত হয়েছিল। পরিবারটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের।

নাবালিকা কন্যার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়ে গেছে বলে খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা সুনামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় ছুটে যান। আগামী ২৯ জানুয়ারি ওই নাবালিকার বাশ পুকুর এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। সোনামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা সোনামুড়া বড় নারায়ন এলাকায় নাবালিকার বাড়িতে গেলে পরিবারের লোকজন নাবালিকা কন্যার বিয়ের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হওয়ার কথা অস্বীকার করেন।

শেষ পর্যন্ত চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তাদের চাপের মুখে পরিবারের লোকেরা তা স্বীকার করে নেন। চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা পরিবারের লোকজনদের বোঝানোর চেষ্টা করেন ১৮বছর বয়স পূরণ না হওয়া পর্যন্ত নাবালিকা কন্যা কোনোভাবেই বিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গেইটের তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকে গ্যারেজ থেকে গাড়ি চুরি আগরতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের কর্নেল চৌমুহনীতে গতকাল রাতে একটি বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এলাকার একটি বাড়ির গেটের তালা ভেঙ্গে চুরে দল ভিতরে ঢুকে ঘর থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র হাতিয়ে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় গ্যারেজ থেকে একটি গাড়িও নিয়ে গেছে চোরেরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বাড়ির মালিক রাতে বাড়িতে ছিলেন না।পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগক কাজে লাগিয়ে চোরের দল ওই বাড়িতে হানা দেয়।

রবিবার সকালে বিষয়টি স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে। চুরির ঘটনা নজরে আসার পরে স্থানীয়রা বাড়ির মালিক কমলকুমার সাহাকে খবর দেন। খবর পেয়ে বাড়ির মালিক ছুটে আসেন। এসে দেখেন ঘরের দরজা-জানালা ভাঙ্গা।গ্যারেজ থেকে গাড়িটিও নিয়ে গেছে। ঘর থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে চোরের দল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মালিক কমল কুমার সাহা বিষয়টি আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে পশ্চিম থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চুরি যাওয়া গাড়ি এবং জিনিসপত্র কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।রাজধানী আগরতলা শহরের নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আগরতলা শহর এলাকায় প্রায়ই এ ধরণের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে।পুলিশের টহলদারি মধ্যেই কিভাবে চোরেরা এধরনের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংঘটিত করে চলেছে তা নিয়েও নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশের টহলদারি ও নজরদারিতে দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে চোরেরা এই ধরনের কান্ড সংঘটিত করে চলেছে বলে অনেকে অভিযোগ করেছেন।রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় পরপর এ ধরনের চুরির ঘটনা ঘিরে রাজধানী এলাকায় বসবাসকারী জনগণের মধ্যে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে।রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়িয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

কুচকাওয়াজের চূড়ান্ত মহড়া সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস। আগরতলায় আসাম রাইফেলস ময়দানে অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। রবিবার রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব এর উপস্থিতিতে আসাম রাইফেলস ময়দানে অনুষ্ঠিত হল প্রজাতন্ত্র দিবসের চূড়ান্ত মহড়া।

এদিন পুলিশ, টিএসআর ,আসাম রাইফেলস , বিএসএফ, সিআরপিএফ সহ মোট দশটি ব্যাটেলিয়ানের প্যারেড প্রদর্শিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যপাল রমেশ বৈশ। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন আসাম রাইফেলস প্রদর্শনের জন্য রবিবার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। রবিবার উপলক্ষে আসাম রাইফেলস ময়দানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকরা। প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক জানিয়েছেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১০৮ ▫ ২৫ জানুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ১১ মাঘ ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধি কিসের ইঙ্গিত ?

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির অতীতের যাবতীয় রেকর্ড ভাঙ্গিয়া নিল।তাহাতে অসহায় হইয়া পড়িতেছেন সাধারণ মানুষ জন।অশোধিত তেলের দাম বিশ্ববাজারে বাড়িলে ভারতেও জ্বালানি তেলের গায়ে আগুন লাগেঅর্থনীতির এই সহজ ব্যাখ্যা বোঝিবার জন্য পণ্ডিত হওয়ার দরকার নাই। কিন্তু অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রায় সবক্ষেত্রেই বেনিয়মই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ছ'বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে একাধিকবার তেলের দাম কমিলেও ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি একের পর এক রেকর্ড ভাঙিয়া চলিয়াছে। সর্বশেষ যা হিসাব তাহাতে আগরতলায়এখন এক লিটার পেট্রল ৮৬.০৭ টাকা এবং ডিজেল ৭৯.৩০ টাকায় বিক্রি হইতেছে। রাজ্যের পেট্রলিয়াম ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের দাবি, এখনও পর্যন্ত এটাই আগরতলায় জ্বালানি তেলের সর্বোচ্চ দর। কেন্দ্রীয় তেলমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের অবশ্য এসব নিয়া বিশেষ মাথাব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না। সেই মার্চ মাস থেকে করোনার আগ্রাসী দাপটে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত। ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া বহু অফিস কাছারি, কলকারখানার মালিক কর্মী ছাঁটাইয়ের সবচেয়ে 'নিরাপদ' সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। বাজারে নিত্যপণ্যের অগ্নিমূল্য আগেই মধ্যবিত্তের হেঁশেলে ভালোরকম কোপ বসাইয়াছে। ফের তেলের দাম বাড়ায় আনাজপাতি থেকে প্রায় সব নিত্য দ্রব্যের বাজার আরও চড়া হওয়ার আশঙ্কা। তেলমন্ত্রী তবু সরকারের 'তেলা মাথায় তেল দেওয়ার' নীতি অনুসরণ করিয়া অদ্ভুত যুক্তি খাড়া করিয়াছেন! পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে এর আগে তিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের চড়া দরের কারণেই নাকি দেশে দাম কমাইতে পারিতেছে না তেল সংস্থাগুলি। সঙ্গত কারণেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলিয়া বলিয়াছিল, যদি তাই হয় তাহা হইলে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার সময়ে বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের যা দর ছিল এখন দাম প্রায় তার অর্ধেক। তাহা হইলে কেন অতীতের রেকর্ড ভাঙিয়া পেট্রল-ডিজেলের দাম নয়া রেকর্ড করিয়াছে?

আসলে জ্বালানি তেলের দর বৃদ্ধির অন্তরালে থাকা গোপন কৌশলটি আর গোপন থাকিল না। গত ২০ দিনের মধ্যে তিনবার বাড়িল জ্বালানি তেলের দাম। অতীতেও বারবার দেখা গিয়াছে, বিশ্ববাজারে অশোধিত তেলের দাম যখন নীচের দিকে নামিয়াছে তখনও পেট্রল-ডিজেলের উৎপাদন শুল্ক রেকর্ড পরিমাণ বাড়াইয়া সরকারের কোষাগারে বাড়তি অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছে। লকডাউন উঠিয়া গিয়া গাড়ির চাকা ঘুরিতেই এই প্রচেষ্টার শুরু। তাই ফের জ্বালানি তেলের আকাশছোঁয়া দামের কারণে সিঁদুরে মেঘ দেখিতে শুরু করিয়াছেন সাধারণ মানুষ। তেলের দামের ধাক্কায় শুধু জিনিসপত্রের দামই বাড়িবে না তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়। এমনিতেই বহু মানুষের হাতে এখন নগদ টাকার অভাব। সেখানে মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধমুখী হইলে নাজেহাল হইতে হইবে তাঁহাদেরই। তাহা র্টিনিয়ায় অবশ্য হেলদোল নাই কেন্দ্রের সরকারের। তেলের উপর থেকে কর কমানোর জোরালো দাবি বারবার উঠিলেও সে ব্যাপারে কর্ণপাত করিতে তাহারা নারাজ। বরং কোষাগারে বাড়তি অর্থের তাগিদেই শুল্ক আদায়ে অনমনীয় মনোভাব দেখাইতেছে। কোনও জনকল্যাণকামী সরকারের কাছ থেকে এমন মানসিকতা কাম্য নয়। জিনিসপত্রের দাম বাড়িলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়িবে জানিয়াও কর পুনর্গঠনের মাধ্যমে তেলের দাম কমাইবার পথে হাঁটিতেছে না তাহারা। কারণ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা সেভাবে কখনও ভাবে না। অবিলম্বে জ্বালানি তেলের দাম ন্যা কমাইলে সাধারণ মানুষের ওপর ইহার প্রভাব মারাত্মকভাবে পড়িতে পারে। যেকোনো রাষ্ট্রবাদী সরকারের দায়িত্ব হলো জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা। সরকার যদি সেই বিষয়ে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহা হইলে জনগণের দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকিবে না।

দুর্গাপুর ইস্পাতে দুর্ঘটনায় মৃত ঠিকাশ্রমিক

দুর্গাপুর, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.):দুর্গাপুর স্টিল প্যান্টে (ডিএসপি) কর্মরত অবস্থায় এক ঠিকা শ্রমিকের মৃত্যু হল। মৃতের নাম সেখ সামিউদ্দিন (৪৮)। তাঁর বাড়ি দুর্গাপুর ১২ নম্বর ওয়ার্ডের আমরাই এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কারখানা চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। কর্তৃপক্ষের গাফিলাতির দিকে অভিযোগের আঙ্গুল তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন ও সিটু''।

জানা গিয়েছে,সেখ সামিউদ্দিন এদিন সকালে কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেস বিভাগে ল্যাডল পিটে কর্মরত ছিলেন। সকাল ১১ টা নাগাদ হঠাৎই যন্ত্রাংশের আঘাতে সেখানে লুটিয়ে পড়েন। মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। সহকর্মীরা তড়িঘড়ি তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে প্যান্ট মেডিক্যাল বিভাগে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ডিএসপি মেন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। তৃণমূল

শ্রমিক নেতা প্রভাত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে বারে বারে শ্রমিকরা দুর্ঘনার শিকার হচ্ছে। মৃতের পরিবারের একজনের চাকরির দাবি করেছি।' ডিএসপি জনসংযোগ আধিকারিক বেদবন্ধু রায় বলেন, 'কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত ৩৮৯জন মৃত ৮ জনের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮৯জন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ৪৫৪জন। সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৭.১১শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৭.২৫শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন।রবিবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬হাজার ৩২৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ৬৮হাজার ১০৩জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৫লাখ ৫১হাজার ৬৬৫জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ১০হাজার ১১৫জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৩জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৮৯জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ২জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১২৫৮জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতাকে ছাপিয়ে গেল উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩০জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ১২৭জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ২৫হাজার ২০৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৭৮লাখ ৩৩হাজার ২৮৯টি। এখন রাজ্যে ১০২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসা, শিল্পের পুঁজির সুলুক সন্ধানে

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

উচ্চশিক্ষার স্বপ্নপূরণের উড়ান 'শিক্ষা ঋণ' নিয়ে গত সপ্তাহে (১৭ জানুয়ারি) আমরা আলোচনা করেছিলাম। ছোট ও মাঝারি সংস্থা গড়ে তোলা অনেকেরই স্বপ্ন। সরকারি, বেসরকারি-উভয় ক্ষেত্রেই চাকরিতে অকাল, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অবস্থায় চাকরির বৃথা চেষ্টা না করে অনেকেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবছেন। স্বনির্ভর হতে চাইছেন। সরকারও 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ার লক্ষ্যে চাইছেন— চাকরি নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠুক ছোট ছোট সংস্থা, ব্যবসা। কিন্তু ব্যবসা, সংস্থা গড়ে তোলার কথা ভাবলেই তো হবে না, মূলধন আসবে কোথা থেকে--- এই ভাবনাতেই অনেকে পিছিয়ে আসেন। কিন্তু পুঁজির টানে পিছিয়ে আসার প্রয়োজন হয় না, যদি পুঁজি কোথা থেকে মিলবে সেই সুলুক জানা থাকে। আমাদের আজকের আলোচনা পুঁজির সুলুক সন্ধানে।

নিজের পুঁজি লাগিয়ে অনেকে ব্যবসা, ছোট সংস্থা গড়ে তোলার ভরসা পান না। ব্যবসা কোনো কারণে মার খেলে ঘটিবাটি হারিয়ে পথে বসতে হবে, এই ভয়ে। কিন্তু চোখকান খোলা রাখলে দেখা যাবে, পুঁজির অভাব ব্যবসা, সংস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না, নিজের ইচ্ছে আর উদ্যোগের ঘাটতি না থাকলে। ব্যবসা শুরু করা থেকে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য কার্যকরী মূলধন থেকে স্বল্প, দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, মেশিন কেনার জন্য সরকারি প্রকল্পে ঋণ মেলে। আমরা আজকে ছোট সংস্থার জন্য বিভিন্ন সরকারি ঋণ প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করব।

১) প্রধানমন্ত্রী 'মুদ্রা' যোজনা ঃ ২০১৫ সালে 'মুদ্রা' যোজনার শুরু। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য পুঁজির অভাবে যারা ব্যবসা শুরু করতে পারছেন না, কিংবা ব্যবসা শুরু করে ও যাঁরা ব্যবসা আর সম্প্রসারণ করতে পারছেন না, তাঁদের হাতে পুঁজি পৌঁছে দেওয়া এই ঋণের মাধ্যমে। আর এই ঋণ জোগান দেবার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি সংস্থা, যার নামেই এই ঋণ। সংস্থাটি হল- 'মাইক্রো ইউনিটস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিফাইনান্স এজেন্সি লিমিটেড' বা মুদ্রা ।

ঋণের পরিমাণ ঃ এই ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা। এই ঋণের তিনটি স্তর বা ভাগ আছে। 'শিশু' ভাগে রয়েছেন ছোট উদ্যোগী বা ব্যবসায়ীরা। শিশুতরে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ৫০ হাজার টাকা। এই ঋণ নেবার জন্য কোনো প্রসেসিং ফি দিতে হয় না।

শিশুর পরের ভাগ 'কিশোর' 'তরণ'। যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য শুরু করেছেন, এবার সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য এই দুই ভাগ। 'কিশোর' বিভাগে ৫০ হাজার টাকার বেশি, সর্বোচ্চ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত 'মুদ্রা' প্রকল্পে ঋণ হিসবে পাওয়া যেতে পারে। এই ঋণের জন্যও কোনো প্রসেসিং ফি লাগে না।

'তরুণ বিভাগে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ১০ লক্ষ টাকা, ৫ লক্ষ টাকা থেকে শুরু। এই ঋণে প্রসেসিং ফি লাগে। এই ঋণের জন্য ঋণগ্রহীতাকে একাংশ অর্থ দিতে হয়।

এই তিন ধরনের ঋণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কোনো বন্ধক রাখতে হয়

না। ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল ৫ বছর। বাজার চলতি হারে সাধারণত সুদ গুণতে হয়।

এই ঋণ কারা পেতে পারেন ঃ দোকানি, সব্জি ও ফল বিক্রেতা থেকে শুরু করে গ্রাম বা শহরের ছোট ছোট শিল্প সংস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, কর্পোরেট জগতের সঙ্গে যুক্ত এমন পেশার ব্যক্তি, মাছ চাষ, হাঁস মুরগি পোল্ট্রির ব্যবসায়ী, সদ্য নতুন সংস্থা (স্টার্ট আপ) সবাই এই ঋণ পেতে পারেন।

কেন ঋণ ঃ কার্যকরী মূলধন যে কোনো ব্যবসা চালাতে গেলে লাগে। মুদ্রা ঋণের কার্যকরী মূলধন তো মেলেই, এছাড়া কলকারখানা তৈরি, মেয়াদি ঋণ এবং অন্যান্য আর্থিখ লেনদেরে জন্য এই ঋণে সংস্থার আছে।

কে ঋণ দেয় ঃ সরকারি, বেসরকারি ব্যাঙ্ক, স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, মাইক্রোফিনান্স সংস্থা, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক—এই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে এই ঋণ পাওয়া যায়।

'মুদ্রা' সংস্থা স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের (সিডিবি) সাবসিডিয়ারি। এই প্রকল্পের তদারকিতে জাতীয় স্তরে রয়েছে আর্থিক পরিষেবা দফতর, আর রাজ্যস্তরে স্টেট লেভেল ব্যাঙ্কার্স কমিটি।

ঋণের জন্য কী নথি ঃ ছবি সহ পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণপত্র, ব্যবসার শংসাপত্র, ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর রিটার্ন ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে উলেল্খ্য, মুদ্রা যোজনায় ঋণ দুইভাগে দেওয়া হয়। কিস্তিতে এবং গোষ্ঠী হিসাবে —এই দুই ধরনের ঋণ দেওয়া হয় বলে নথি জমার ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর পার্থক্য আছে।

মুদ্রা কার্ড ঃ এই ঋণ নিলে ঋণগ্রহীতাকে ডেবিড কার্ডের মতো ঋণগ্রহীতাকে দেওয়া হয়। 'মুদ্রা কার্ড। ঋণের টাকা নেবার জন্য ঋণগ্রহীতাকে বার বার আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাবার প্রয়োজন হয় না, এটিএম থেকে এই মুদ্রা কার্ড ব্যবহার করে ঋণের টাকা তোলা যায়।

মুদ্রা ঋণ প্রকল্পের পরে আমরা আসব '৫৯ মিনিটে ঋণ' এই প্রকল্পের কথায়। ৫৯ মিনিটে ঋণ ২০১৮ সালে '৫৯ মিনিটে ঋণ' এই প্রকল্পের শুরু। এই প্রকল্প হল রিফাইনাইসিং স্কিম। এই প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য হল ৫৯ মিনিটের মধ্যে ঋণের আবেদন মঞ্জুর বা খারিজ করে দেওয়া হয়। ঋণ মঞ্জুর হবার ৮ থেকে ১২ দিনের মধ্যে ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পেয়ে যান।

কত ঋণ কত সুদ ঃ এই প্রকল্পে এক লক্ষ টাকার থেকে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। সুদের হার ৮.৫ শতাংশ। কোনো বন্ধক রাখতে হয় না। ঋণগ্রহীতার আয়, ঋণ পরিশোধের ক্রেডিট স্কোর, বাজারে বর্তমান ঋণের পরিমাণ ইত্যাদির উপর নির্ভর করে কত পরিমাণ ঋণ পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য এই ঋণ এমএসএমই এবং স্টার্ট আপ সংস্থার জন্য। এই ঋণের আগ্রহী সংস্থাকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। নাম নথিভুক্ত করতে লাগে সংস্থা ব্যবসার প্রোফাইল। এই ঋণেণ আবেদনের জন্য সংস্থার , জিএসটি রেজিস্ট্রেশন থাকতেই হবে। আয়কর রিটান জমার কাগজত্রও লাগে।

স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া ঃ মহিলা এবং পিছিয়ে পড়া (এসসি/ এসটি) শ্রেণির উদ্যোগপতিদের জন্য এই স্ট্যান্ড -আপ প্রকল্পটি। স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইইন্ডয়া বা সিডবি এই ঋণের দায়িত্বে রয়েছে।

কারা যোগ্য ঃ ব্যবসা ও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের মহিলা বা এসসি/ এসটি পরিচালিত সংস্থাই এই ঋণেণ যোগ্য। ব্যক্তিগত উদ্যোগে না হলে, কোনো সংস্থার ৫১ শতাংশ শেয়ার যদি মহিলা বা এসসি/ এসটি সদস্যের হাতে থাকে তবেই সেই সংস্থা এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারে।

ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বকেয়া থাকলে এই ঋণের আবেদন গ্রাহ্য হয় না।

ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি ঃ টার্ম লোন ও কার্যকরী মূলধন মিলিয়ে সম্পোজিট ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ থেকে এক কোটি। ঋণের জন্য প্রাইমারি সিকিউরিটি ছাড়া বন্ধক বা স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া লোনের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিমের গ্যারান্টি লাগে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদকাল ৭ বছর। ১৮ মাস মোরেটোরিয়াম দেওয়া হয়। সব সিডিউল ব্যাঙ্ক থেকেই এই ঋণ পাওয়া যায়।

স্মাইল ঃ 'মেক ইন ইন্ডিয়া' কেন্দ্রে এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সিডবি এনেছে 'সিডবি মেক ইন ইন্ডিয়া লোন ফর এন্টারপ্রাইজ' সংক্ষেপে 'স্মাইল' মেক ইড় ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে যে ২৫টি ক্ষেত্রকে বেছে নেওয়া হযেছে সেইসব ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র, ছোট সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করতে এই ঋণ প্রকল্প। এই ২৫টি ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে—ফুট প্রসেসিং লেদার ও মাইনিং, পর্যটন, ওয়েলনেস সেক্টর ইত্যাদি।

ঋণ সুদ পরিশোধ ঃ ইক্যুয়িটি ও টার্ম লোন---এই দুইভাবে ঋণ মেলে সহজ শর্তে । এই দুইভাগে ঋণের পরিমাণ ও সুদ এক নয়।

ইক্যুয়িটির ক্ষেত্রে প্রকল্প ব্যয়ের ১০ শতাংশ, যা সর্বোচ্চ হতে পারে ২০ লক্ষ টাকা বা প্রকল্প ব্যয়ের ১৫ শতাংশ যা সর্বোচ্চ হতে পারে ৩০ লক্ষ টাকা। তবে সংস্থাটি হতে হবে মহিলা পরিচালিত (কমপক্ষে ৫১ শতাংশ) বা এসসি, এসটি বা স্বাভাবিক সক্ষম নন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা। সুদের হার প্রথম ৩ বছর —৯.১৫ শতাংশ থেকে ৯.৩৫ শতাংশ, ৪ বছর থেকে ১১.৭০ শতাংশ থেকে ১২.৭০ শতাংশ। ঋণ পরিশোদের মেয়াদকাল ৩ বছরের মোরেটোরিয়াম সহ ১০ বছর। উদ্যোগপতিদের ঋণের জন্য ঋণের ০.৫ শতাংশ প্রথমে জমা দিতে হয়।

টার্ম লোনের ক্ষেএত্র নতুন সংস্থা সর্বোচ্চ ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ পেতে পারে। আর চালু সংস্থা হলে ২৫ লক্ষ টাকা। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা ১০ বছর।

ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড স্কিম ঃ ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পকে আর্থিক সাহায্য দিতে এই প্রকল্প ২০০০ সালে চুলু হয়েছিল। নতুন চালু ছোট ক্ষুদ্র সংস্থাকে কোনোরকম বন্ধক ছাড়াই ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কার্যকরী মূলধনের জন্য ঋণ দেয়। ঋণের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার বেশি হলে প্রাথমিক সিকিউরিটি বা জমি সংস্থার সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। বন্ধক রেখে সর্বোচ্চ এক কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ পাওয়া যায়। ঋণের এই অ্যাকাউন্ট ক্ষুদ্র, ছোট শিল্পের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি ফান্ড ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির জন্য এই ঋণের সুবিধা পাওয়া যায়, তবে এই স্কিমে সর্বোচ্চ ঋণ মেলে ১৫ লক্ষ টাকা। ব্যক্তিগত উদ্যোগ, সমবায়, সরকারি, বেসরকারি ক্ষুদ্র ছোট সংস্থা স্কিমের সুবিদা নিতে পারে।

ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (এনএসআইসি) এই সংস্থাও ছোট, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীদের আর্থিক সাহায্য করে থাকে। এদের ভর্তুকি দুই ধরনের হয়ে থাকে---কাঁচামাল কেনার জন্য এবং বিপণনে সহায়তা। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য হল ছোট, ক্ষুদ্র সংস্থাকে বাজারে প্রতিযোগিতায় শক্তি জোগানো। আমরা এ পর্যন্ত যেসব প্রকল্পে কথা বললাম তা হল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প। এছাড়াও প্রত্যেক রাজ্যে রয়েছে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন, যেমন আমাদের রাজ্যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন। এই রাজ্য সংস্থাগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মূলধন ইত্যাদি জোগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ঋণ ছাড়াও ব্যাঙ্ক, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণে গ্যারান্টি প্রদান, সংস্থার ডিবেঞ্চার শেয়ার বন্ড ইত্যাদিতে ফিনান্স কর্পোরেশন সাবসক্রাইব করে থাকে। যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে সংস্থার হয়ে ফিনান্স কর্পোরেশনগুলি গ্যারান্টি দেয়। প্রকৃতপক্ষে স্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন রাজ্য ও কেন্দ্রের হয়ে ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়ে চলেছে।

আজকের আলোচনা শেষ করার আগে দু'একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষির পরেই স্থান হল ছোট ও ক্ষুদ্র শিল্পের। বর্তমানে সরকার 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই ক্ষেত্রে আরো সহায়তা জন্য এগিয়ে আসছে। বর্তমানের আর্থিক বৃদ্ধির ঝিমুনিতে গতি আনতে পারে ক্ষুদ্র শিল্প—এ ব্যাপারে প্রায় সব অর্থনীতিবিদই সহমত। আর একটি বিষয় উল্লেখ। আমরা ঋণ প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করলেও মনে রাখতে হবে শুধু ঋণ নয়, ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ঋণ নয়, ব্যবসা, শিল্পের অন্যদকিগুলো যেমন ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি, লেটার অব ক্রেডিট ইত্যাদি মতো সুবিধা দিয়ে ক্ষুদ্র শিল্পের পাশে দাঁড়ায়। আর একজন্যই আমরা বলছি—ব্যবসা, শিল্প গড়ে তোলার ইচ্ছে পূরণেণ ডানা হল—ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য বিভিন্ন ঋণ প্রকল্প। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শান্তিনিকেতনে গয়না বা নক্সাবড়ির প্রশিক্ষণ

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে শান্তিনিকেতনে সোমবার বড়িশিল্পের এক অভিনব কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সরপুকুর ডাঙায় এই শিবিরের মূল উদ্যোক্তা পূর্বিতা হস্তশিল্প ও গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র এবং সৃঞ্জনী'।

আয়োজনের আহ্বায়ক সুনন্দা সান্যাল এই প্রতিবেদককে জানান, পূর্ব মেদিনীপুরে বড়িশিল্প খুবই জনপ্রিয়। পূর্বে গ্রামের মেয়েদের কাছে নক্সাবড়ি বলেই পরিচিত ছিল। ইংরেজরা একে ডিজাইন-বড়ি বলতেন। পরবর্তীকালে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অলংকরন বড়ি নামকরণ করেন। এর থেকে গয়না বড়ি নামেই প্রচলিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রমুখ এই বড়ির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং খেতেও পছন্দ করতেন।

শোনা যায় ইংরেজদের মনোরঞ্জনে এই নক্সাবড়ি তাদের খাওয়ানো হয়েছিল এবং তারা খুবই পছন্দও করেছিলেন। এব্যাপারে মহিষাদল রাজবাড়ির এক বিশেষ ভূমিকা আছে। তারা এই বড়ি শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মেয়েদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, এই শিল্পকে বাজারজাত করা ইত্যাদি নানা প্রচেষ্টাও।

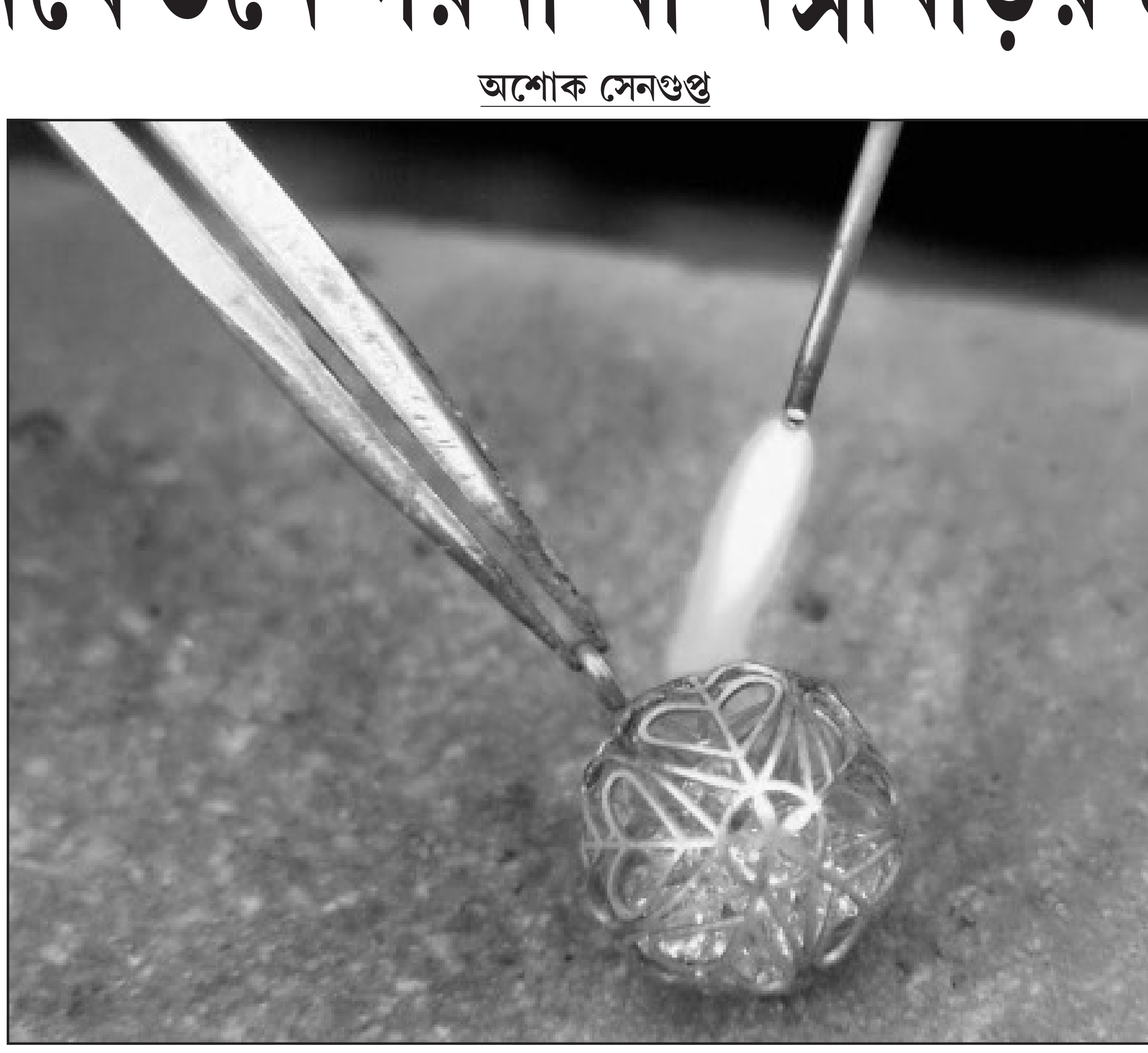

বর্তমানে যারা এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছেতো পাওয়াই যায়, এছাড়া সরকারী সহযোগিতায় গ্রামীণ, খাদি উদ্যোগ থেকে শুরু করে নানা সমবায়ের মাধ্যমে, মেলা এমনকি নটকোনার দোকানেও বড়ি বিক্রি হতে দেখা যায়।

সুনন্দা সান্যাল জানান, "দেশ বিদেশে এই শিল্পকে আরও বেশি করে তুলে ধরতে ও মহিলাদের স্বনির্ভরতার একটি মাধ্যম হিসেবে সৃঞ্জনী হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও 'এগরা এগ্রিকালচার রুরাল ডেভলপমেন্ট সোসাইটি'র উদ্যোগে পূর্বিতা হস্তশিল্প গ্রামোন্নয়ণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পূর্ব মেদিনীপুরের অনন্যা দাস, প্রীতিকণা জানা ও পর্ণা দাস নক্সাবড়ির প্রশিক্ষণ দেবেন।

এই নক্সাবড়ির মূল উপাদান হল বিউলির ডাল বা কলাই ডাল। একে বেটে খুব ভালো করে ফেটিয়ে ইচ্ছা অনুযায়ী সাদাজিরে, কালোজিরে, আদা, লঙ্কা, চালকুমড়োর মন্ড ব্যবহার করা হয়। এই নক্সাবড়ির আরও ভিন্নরূপ দেখা যায়। প্রাচীনকালে পুরো কাজটাই হাতে করা হত। বর্তমানে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ও পরিশ্রম কিছুটা লাঘব করতে যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। গয়না বড়ি দেওয়ার সময় থালায় পোস্ত খুব ভালোভাবে বিছিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমানে পোস্তোর পরিবর্তে সাদা তিলও ব্যবহার করা হয়। এই পোস্ত বা তিলের উপর নজল লাগানো চারকোনা কাপড়ে ডালের মন্ড ভরে নানা ধরনের নক্সা করা হয়। হাল্কা রোদে ভালো করে শুকিয়ে বায়ুরুদ্ধ কৌটায় সংগ্রহ করা হয়। শীতকালে ডাল উঠলে বড়ি দেওয়ার প্রচলন। সারা বছরের জন্য এই বড়ি সংগ্রহ করা হয়। চায়ের সাথে, গরম ভাত, ডাল বা খিচুড়ির সঙ্গে অতুলনীয় মুচমুচে এই নক্সাবড়ি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার পুঁথিবা উৎসবের উদ্বোধন করা হয়।ছবি- নিজস্ব।

বদরউদ্দিন-কংগ্রেস জুড়ি বাংলাদেশি আনবে অসমে, ধ্বংস করবে অসমিয়া সংস্কৃতি, নলবাড়ির সমাবেশে সতর্কবার্তা অমিতের

. নলবাড়ি (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : বদরউদ্দিন আজমল এবং কংগ্রেস জুড়ি অসমে ফের কাতারে কাতারে বাংলাদেশি আনবে, ধ্বংস করে দেবে অসমিয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি। নলবাড়িতে আয়োজিত বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশমঞ্চ থেকে সতর্কবার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

নলবাড়ির কেন্দুকুচিতে শহিদ মুকুন্দ কাকতি ক্ষেত্রে লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে আয়োজিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে উদাত্ত ভাষণ দিতে গিয়ে দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতা শাহ কংগ্রেস এবং বদরউদ্দিন আজমলকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিঁধেছেন। দুই দলের সমালোচনা করে অমিত বলেন, 'হে জনসাধারণ, আপনারা অসমকে অনুপ্রবেশকারী থেকে মুক্ত করতে চান কি না? এই কংগ্রেস এবং বদরউদ্দিন আজমল অসমকে অনুপ্রবেশকারী থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে? এই দুই সাম্প্রদায়িক দল বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য সব দুয়ার খুলে দিয়ে তাদের এই রাজ্যে সংস্থাপিত করবে। কেননা, অনুপ্রবেশকারীরা দুই দলেরই ভোটব্যাঙ্ক। অনুপ্রবেশকারীদের যদি কেউ রুখতে পারে, তা-হলে তা সম্ভব কেবল নরেন্দ্র মোদীই। তাই এদের সম্পর্কে ভাবতে হবে।'

তিনি রাজ্যে নবগঠিত আঞ্চলিক দলগুলিরও সমালোচনা করে এদের প্রত্যাখান করতে রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ বলেন, ৭০ বছর ক্ষমতায় থেকে যারা সাহস দেখাতে পারেনি তা মোদী সরকার করে দেখিয়েছে, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করেছেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট ৩৭০ এবং ৩৫৯(এ) ধারা বাতিল করে কাশ্মীরকে চিরদিনের জন্য ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করার মতো কাজ সম্পন্ন করেছে বিজেপি সরকার। এছাড় রাম মন্দির নির্মাণের জন্য শতক শতকের দাবি ছিল। কেউ তা নির্মাণের সাহস করতে পারেনি। নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর আজ ভগবান রামের গগনচুম্বী মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

তিনি বলেন, বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেরলে মুসলিম লিগ এবং অসমে বদরউদ্দিন আজমলের সঙ্গে জোট বেঁধেছ। তা-হে কংগ্রেস কী করে ধর্মনিরপেক্ষ দল হল? অসমকে যদি সুরক্ষিত রাখতে হয় তা-হলে ওপরে এবং নীচে দু-স্থানেই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার গঠন করুন।

তিনি বলেন, কংগ্রেসের নেতা এবং বদরউদ্দিন আজমল বলুন, অসমের জন্য আপনারা কী করেছেন? ড় মনমোহন সিং সরকারের আমলে ত্রয়োদশ অর্থ কমিশন ৭৯ হাজার কোটি টাকা কেবল অসমকে দিয়েছে। অথচ মোদী সরকার চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৯২ কোটি টাকা দিয়েছে অসমকে।

অমিত শাহ আরও বলেন, কংগ্রেস ইংরেজের নীতি অবলম্বন করে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতের সৃষ্টি করে। এর প্রমাণ ইতিপূর্বে অসমবাসী দেখেছেন। আন্দোলনকারীদের গুলি করে মেরেছিল কংগ্রেস। এখন এই সব আন্দোলনকারীরা কংগ্রেসকে সহযোগিতা করতে চাইছে। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তিনি বলেন, কেবল বিজেপিই পারে অসমকে বিকাশের দিকে অগ্রসর করতে। বন্যা এবং নদীভাঙন সমস্যা সমাধান করবে বিজেপি ক্ষমতায় আসলে। তাই তিনি সার্বিক উন্নয়নের জন্য পুনর্বার বিজেপিকে রাজ্যের ক্ষমতায় আনতে জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন শাহ। তবে, এবারও রাজ্যে বিজেপিকে সরকার গড়তে কেউ রুখতে পারবে না, তা আজকের সমাবেশ দেখে তিনি বেমালুম নিশ্চিত।

অসমের উন্নয়নে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিজেপি সরকার গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প এবং কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য সরকার বহু কাজ করেছে। কংগ্রেস এখন চা শ্রমিকদের মজুরি ও বেতন বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করে কোন মুখে? দশকের পর দশক ক্ষমতায় থেকে যা পারেনি তার জন্য কংগ্রেসকে এখন কুম্ভিরাশ্রু না ঝরানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বলেন, কংগ্রেস আমলে চা শ্রমিকদের কিছুই দেওয়া হয়নি। তবে বিজেপি যথাসময়ে চা শ্রমিকদের মজুরি বা বেতন বাড়ানোর ব্যবস্থা করবে বলে আজকের সমাবেশে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমিত।

কোকরাঝাড়ে বিটিআর চুক্তির প্রথম বর্ষপূর্তি সমাবেশ থেকে বিএসএফ-এর হেলিকপ্টারে সরাসরি নলবাড়ির কেন্দুকুচিতে শহিদ মুকুন্দ কাকতি ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত বিজয় সংকল্প সমাবেশে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সভাস্থলে বিপুল জনতা অভ্যর্থনা জানান তাঁকে। ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নেডা-র আহ্বায়ক তথা অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, অসমে বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া, সাংসদ কুইন ওঝা, মন্ত্রী ভবেশ কলিতা, মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, জয়ন্তমল্ল বরুয়া, বেশ কয়েকজন বিধায়ক প্রমুখ বহু দলীয় নেতা।

বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ ভাষণে নলবাড়ির ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। '৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে শহিদ মুকুন্দ কাকতি সহ রঘুনাথ চৌধারী, ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামী, গিরিধারীলাল শর্মা, মনোরঞ্জন শাস্ত্রী প্রমুখ নলবাড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন অমি শাহ। পাশাপাশি অসমের দুই মহাপুরুষ শংকরদেব এবং মাধবদেবকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই দুই মহাপুরুষের স্মৃতি স্মরণীয় করে রাখতে রাজকোষ থেকে ১৫৫ কোটি টাকা খরচ করেছেন বলে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।

আগামী কাল থেকে শুরু হচ্ছে ডিজিটাল ভোটার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): আগামীকাল সোমবার ২৫ জানুয়ারি 'জাতীয় ভোটার দিবস'। আর এদিন থেকেই চালু হচ্ছে ডিজিটাল ভোটার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া। এদিনই নির্বাচন কমিশন লঞ্চ করছে ত্র-কঞ্চজ্জঞ্চ প্রকল্প। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই নতুন ধরনের কার্ডে দেওয়া থাকবে একটি কিউআর কোড, ছবি, সিরিয়াল নম্বর এবং পার্ট নম্বর। এটি ডাউনলোড করে মোবাইলে সেভ করা যাবে।

নির্বাচন কমিশনের তরফে আরও জানা গেছে, আগামীকাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে ৩১ জনুয়ারি পর্যন্ত। যারা ভোটার কার্ডের জন্য এই প্রথমবার আবেদন করেছেন তারা মোবাইল নম্বর দিয়ে ডিজিটাল ভোটার কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। দুটি ধাপে হবে এই কাজ। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ কবে থেকে শুরু হবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানানো হয় নি।

অরূপ রায়ের ডানদিকের ধমনীতে বসল স্টেন্ট

কলকাতা,২৫ জানুয়ারি (হি স): হাসপাতালে চিকিৎসারত সমবায়মন্ত্রী মন্ত্রী অরূপ রায়। হঠাৎই বুকে ব্যথা অনুভব করায় রবিবার সকালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় অরূপ রায়কে। এরই মাঝে রবিবার বিকেলে অরূপ রায়ের ডানদিকের ধমনীতে বসল স্টেন্ট। হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়লেন সমবায়মন্ত্রী মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। এরপরই ব্যক্তিগত চিকিৎসককে ফোন করেন। তারপরেই রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ হাওড়া সদর জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান তথা সমবায়মন্ত্রী অরূপ রায়কে উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দিল্লির এইমসে ভর্তি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ হয়ে দিল্লির এইমসে ভর্তি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। এয়ার অ্যাম্বুলেন্স করে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে শনিবার রাতেই দিল্লির এইমসে উড়িয়ে আনা হল । আরজেডি প্রধানকে এইমসের কার্ডিওথোরাসিস সেন্টারের ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় আর রাঁচিতে রাখার ঝুঁকি নিলেন না রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের ডাক্তাররা। রিমসের ডিরেক্টর ডাঃ কামেশ্বর প্রসাদ আগে বলেছিলেন, "লালু প্রসাদের গত ২দিন ধরে নিঃশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে। শুক্রবার তাঁর নিউমোনিয়া ধরা পড়ে। তাঁর বয়সের কথা চিন্তা করে আমরা তাঁকে এইমসে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিই আরও ভালো চিকিৎসার জন্য।'এরপর গতকাল রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স থেকে বিকেল সাড়ে ৫টা নাগাদ কার্ডিয়াক অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয় বিমানবন্দরে। আরজেডি নেতার জন্য রাঁচি বিমানবন্দর পর্যন্ত গ্রিন করিডর করা। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে আসা হয় দিল্লিতে। শনিবার রাতেই আরজেডি প্রধানকে দিল্লির এইমসে ভর্তি করা হয় ।তিনি এইমসের কার্ডিওথোরাসিস সেন্টারের ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিটে কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাজেশ যাদবের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

লালু প্রসাদের স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং দলের সহকর্মী ভোলা যাদব সহ পরিবার—বন্ধুরা হাসপাতালে রয়েছেন। রাবড়ি দেবী, লালুর ছেলে তেজস্বী ও মিশা ভারতী শনিবার রাত ১২টা পর্যন্ত লালুর সঙ্গেই ছিলেন। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে আসেন দলের সহকর্মী ও আরজেডির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ভোলা যাদব। আরজেডি নেতা রাতে ও সকালে খাবার খেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির একাধিক মামলায় ২০১৮ সালে জেল হয় লালুর। শরীরের একাধিক সমস্যার কারণে তাঁর চিকিৎসা চলছিল রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স হাসপাতালে।

কাটাখালে অজ্ঞাতপরিচয়ের লাশ, চাঞ্চল্য এলাকায়

কাটাখাল (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : রবিবার সকালে হাইলাকান্দি জেলার কাটাখাল পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালিনগর পঞ্চম খণ্ডের ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পার্শবর্তী স্থান থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। খবর পেয়ে কাটাখাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বীরকুমার সিংহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সিংহ জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত মৃতের পরিচয় বা মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি। ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তাছাড়া মৃত ব্যক্তির নিকট-আত্মীয়রা মরদেহ শনাক্ত করার জন্য আগামী ৭২ ঘণ্টা হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালের মর্গে রাখা হবে, বলে জানিয়েছেন পুলিশ অফিলার বীরকুমার সিংহ।

স্বামী বিবেকানন্দ যুব সবলীকরণ প্রকল্পে এক হাজার সুবিধাভোগীর হাতে অনুদান তুলে দেওয়া হয়েছে হাফলঙে

হাফলং (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : স্বামী বিবেকানন্দ যুব সবলীকরণ প্রকল্পের অধীনে হাফলঙে রবিবার এক হাজার সুবিধাভোগীর হাতে এই প্রকল্পের অনুদান তুলে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই প্রকল্পের অধীনে রবিবার ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দ যুব সবলীকরণ প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগীদের হাতে প্রথম কিস্তির ৩০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষা রাণু লাংথাসা এবং জেলাশাসক পল বরুয়া।

আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ সবলীকরণ প্রকল্পের অধীনে ডিমা হাসাও জেলার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ বেকার যুবকদের বণ্টন করা হবে, যাতে এই সকল যুবক স্বনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারেন। ডিমা হাসাওয়ে এই প্রকল্পের আওতায় এক হাজার সুবিধাভোগীকে অনুদান প্রদান করা হবে। দেবোলাল গারলোসা বলেন, প্রথম কিস্তিতে সুবিধাভোদের ৩০ হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে ২০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে এই প্রকল্পের অধীনে।

ভারতে ১৯.১৭ কোটির বেশি করোনা টেস্টে

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা-টেস্টের মাইলফলকে পৌঁছে গেল ভারত। ভারতে ১৯.১৭ কোটির বেশি করোনা টেস্টে। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৮১,৭৫২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৯,১৭,৬৬,৮৭১-এ পৌঁছে গেল।

ভারতে সুস্থতার হার দ্রুত বাড়ছে। শনিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৯৪৮ জন, দেশে মোট সুস্থতার হার ৯৬.৮৩ শতাংশ। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৩,৩৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪৪ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৫৫ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৩,১৬,৭৮৬ জন। একইসঙ্গে ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৮৪,৪০৮ জন করোনা-রোগী (১.৭৩ শতাংশ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

টায়ার ফেটে বিপত্তি, জাতীয় সড়কে উল্টে গেল মাছ বোঝাই পিক-আপ ভ্যান

দুর্গাপুর, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.):টায়ার ফেটে বিপত্তি। রাস্তার ওপর উল্টে গেল মাছ বোঝাই পিক-আপ ভ্যান। আর রাস্তায় পড়ে যাওয়া মাছ হল লুঠ। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, ২ নং জাতীয় সড়কের ওপর দুর্গাপুর ডিভিসি মোড়ে।

জানা গেছে, দমদম থেকে জ্যান্ত মাছ ভর্তি পিকআপভ্যানটি বিহারে যাচ্ছিল। গাড়ি চালক দীনেশ সাহানি জানান,' গাড়িতে ৯০০ কেজি জ্যান্ত মাছ ছিল। আচমকা টায়ার ফেটে যায়। তাতেই বেসামাল হয়ে উল্টে যায়।' তিনি আরও বলেন,' রাস্তার ওপর মাছ পড়ে যেতেই অনেকেই বেশ কিছু মাছ লুঠ করে নেয়।' এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ। এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে।

বাংলার মানুষের কাছে এখন প্রধান ইস্যু গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, তোপ শমীক ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি(হি স): নজরে একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্দরে শুরু হয়ে গেছে প্রস্তুতি। কিছুদিন আগে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। এরই মাঝে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির সভা থেকে পরিবারতন্ত্র ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপরেই "বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নিয়ে আক্রমণটা প্রথম শুরু করেছিলেন" অভিষেককে কটাক্ষ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যর ।এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন," বারবার যে পরিবারতন্ত্রের দোষ দেওয়া হয়, আমি চ্যালেঞ্জ করছি কেন্দ্র সংসদে বিল আনুক, প্রতিটি পরিবার থেকে একজন সদস্য রাজনীতিতে আসুক। আমি তাতে প্রথম ভোট দেব এবং তারপরেই রাজনীতি ছেড়ে দেব। শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন আমাদের পরিবার থেকে"।

আর এরপরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন," অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও পরিবারতন্ত্র নিয়ে আক্রমণটা প্রথম শুরু করেছিলেন, তৃণমূল থেকে যাঁরা বিজেপিতে এসেছেন তাঁরা। আবার বিজেপিতে এলেই গদ্দার বলা হচ্ছে। বাংলার মানুষের কাছে এটা নয়, বাংলার মানুষের কাছে এখন প্রধান ইস্যু গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যেখানে প্রশ্নের মুখে, যেখানে আমাদের ১৩৭ জন কর্মী খুন হয়ে গিয়েছেন। তখন কার পরিবার কে'টা এমপি আছে, সেটা আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। কোনও পলিটিক্যাল অ্যাজেন্ডা সেট করতে পারছে না। বিজেপি কোনও বিষয়ে কথা বললেই, পাল্টা সভা করছে। পুরোপুরি রিঅ্যাকটিভ মুডে চলে গিয়েছে। এসব কথা বলে মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছে"।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে মদের বিক্রিতে বিশেষ নজর কমিশনের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে বদ্ধ পরিকর কমিশন। সেই কারণেই নির্বাচনের আগে এবার মদের বিক্রির উপর নজরদারি চালাবে কমিশন। ইতিমধ্যেই এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আবগারি দফতরের কর্তাদের।

প্রতিবার নির্বাচনের আগেই দেখা যায় বিপুল পরিমাণে মদ বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু এর পিছনে কারণ হিসেবে তেমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে প্রশ্ন উঠছে তবে কি নির্বাচনের আগে ছেলে পুলেদের হাতে রাখতেই মদ খাওয়ানো হচ্ছে তাঁদের?

চলতি সপ্তাহেই রাজ্যের আমলাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। ২৩টি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও কমিশনারের সঙ্গে ম্যারাথন বৈঠক করে তারা। ডাকা হয় আবগারি দফতরকেও। সূত্রের খবর ওই বৈঠক থেকেই আবগারি দফতরের আধিকারিকদের কড়া বার্তা দেয় কমিশন। রাজ্যের সমস্ত মদের দোকানের গত ছ'মাসের বিক্রির পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব চেয়েছে তারা।

এছাড়াও, বিগত ছয় মাসে কোন বেআইনি মদের ঠেক থেকে কত মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার খুঁটিনাটি হিসাব চেয়েছে কমিশন। আবাগারি দফতরকে নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন ও ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আবহে কত মদ বিক্রি হয়েছে তার হিসাবও চেয়ে পাঠিয়েছে কমিশন। এমনকি রাজ্যের যত মদের দোকান আছে তার জিওট্যাগিং চেয়েছে কমিশন। আগামীকালের মধ্যে সেই রিপোর্ট কমিশনে জমা দেওয়ার কথা আবগারি দফতরের।

আমেরিকায় করোনায় আক্রান্ত ২.৫৫ কোটির বেশি

ওয়াশিংটন, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): করোনা মহামারীতে বিপর্যস্ত বিশ্ব। করোনায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকা। এরই মধ্যে আমেরিকায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা আড়াই কোটি ছাড়িয়ে গেছে। ওয়ার্লওমিটারসের তথ্যমতে, রবিবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত আমেরিকায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ৭৮৯ জন। আর মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৩৫ জন। আর করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এক কোটি ৫৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৪৯ জন।

আড়াই কোটি আক্রান্তের সংখ্যাকে 'অবিশ্বাস্য মাপের ট্র্যাজেডি' বলে বর্ণনা করেছেন জনস হপকিন্স ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষক কেইটলিন রিভার্স। তিনি করোনাভাইরাস মহামারীকে ইতিহাসের অন্যতম মারাত্মক জনস্বাস্থ্য সংকট বলে অভিহিত করেছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এ সংখ্যাটি বিস্ময়কর হলেও প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। আর এতে ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে দেশটির ব্যর্থতার ব্যাপকতাও প্রতিফলিত হয়েছে।

ডিএনএলএ উগ্রপন্থী সংগঠন আহূত ৩৬ ঘণ্টার বনধ-এ ডিমা হাসাও জেলার জনজীবন স্তব্ধ

হাফলং (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ডিএনএলএ) উগ্রপন্থী সংগঠন আহূত ৩৬ ঘণ্টার বনধ-এ ডিমারাজি (ডিমা হাসাও জেলা) এলাকার জনজীবন স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। ২৫ জানুয়ারির দিনকে ব্ল্যাক ডে হিসেবে ঘোষণা করে ডিমা হাসাও জেলা সহ ডিমারাজির অন্তর্ভুক্ত ডিমাসা অধ্যুষিত এলাকায় বনধ-এর ডাক দিয়েছিল ডিএনএলএ উগ্রপন্থী সংগঠন।

রবিবার ২৪ জানুয়ারি বিকেল ৫-টা থেকে ২৬ জানুয়ারি সকাল ৫-টা পর্যন্ত বনধ-এর ডাক দিয়েছিল উগ্রপন্থী সংগঠন ডিএনএলএ। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ডিমা হাসাও জেলার ভূমি বৃহত্তর নাগালিমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার খবর প্রচার হওয়ার পর বিভিন্ন দল সংগঠন আন্দোলনমুখর হয়ে মাইবাং রেল স্টেশনে অবরোধ গড়ে তুলেছিল। সেদিন এই সকল আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চালোনার ঘটনায় দুই ডিমাসা যুবক মিঠুন ডিব্রাগেডে ও প্রবান্ত হাকমকসা নিহত হয়। এর পর থেকেই ২৫ ডিসেম্বর দিনটি ডিমাসা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দল সংগঠন শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। এমন-কি ডিএনএলএ জঙ্গি সংগঠন ২৫ জানুয়ারি ব্ল্যাক ডে হিসেবে ঘোষণা করে আজ রবিবার সন্ধ্যা ৫-টা থেকে ৩৬ ঘণ্টার ডিমা হাসাও সহ সমগ্র ডিমারাজি এলাকা বনধ-এর ডাক দেয়।

দলের হারের পথ প্রশস্ত করছে খোদ যুব তৃণমূল সভাপতিই, অভিযোগ শোভন চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): তৃণমূল কংগ্রেসের হারের পথ খোদ যুব তৃণমূল সভাপতিই প্রশস্ত করছেন। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়। পাশাপাশি এদিন কুলতলির সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিযোগ করেছেন তার পাল্টা জবাব দিয়েছেন তিনি।

শোভন চট্টোপাধ্যায় ৩১টি বিধান সভা কেন্দ্রের যেখান থেকেই দাঁড়াবেন সেখানেই হারবেন বলে এদিন দাবি করেন অভিষেক। এর পাল্টা জবাব দিয়ে শোভন বাবু বলেন, 'শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ক থেকে উনি আজ বাংলার সাংসদ হয়েছেন। যেদিন রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল, সেদিন উনি ৭২ ভোটে জিতেছিলেন। আর ৩ লক্ষ ভোটে উনি জিতেছেন নির্বাচনী কারচুপির মাধ্যমে'।

তাঁর আরও অভিযোগ, 'জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত সব দখল করে নেওয়া হয়েছিল বিরোধীদের উপস্থিতি ছাড়াই। তার প্রতিবাদ আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করেছিলাম। বলেছিলাম, এ জিনিস গণতন্ত্রে হতে পারে না। কারণ বিরোধীরাই গণতন্ত্রের আয়না। আমরা কিছু আসনে হারতাম, কিন্তু জেলা পরিষদ আমরা পেতাম। কিন্তু, যে কলঙ্কিত জেলা পরিষদ এখন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চলছে, তার সৃষ্টি কিন্তু এই সাংসদের হাত ধরেই'।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

পান আর চকলেট প্রিয়াঙ্কার প্রিয়

নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও রাজকুমার রাও অভিনীত ‘দ্য হোয়াইট টাইগার’। বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক অরবিন্দ আদিগার একই নামের নিউইয়র্ক টাইমস বেস্টসেলার উপন্যাস থেকে তৈরি হয়েছে ছবিটি। নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর ২২ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সিনেমা হলেও মুক্তি পেয়েছে ছবিটি। ইতিমধ্যে প্রশংসিত হয়েছে ছবির ট্রেলার। অনলাইন আর অফলাইনে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচারণা।

সিনেমায় প্রিয়াঙ্কা দেখা দেবেন ‘পিঙ্কি ম্যাডামে’র ভূমিকায়। আর রাজকুমার রাও হয়ে উঠবেন অশোক নামের এক চরিত্র। তবে এই মুহূর্তে রাজ ব্যস্ত ‘বাঁধাই দো’ সিনেমার শুটিংয়ে। সেখান থেকেই ইনস্টা নামের গ্রামে পোস্ট করলেন একটি ভিডিও। ভিডিওতে দেখা গেছে, একসঙ্গে একটা রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেতে বসেছেন প্রিয়াঙ্কা আর রাজ। সেখানে দুজনেই হেসে গড়াগড়ি খাচ্ছেন।

এখানেই প্রিয়াঙ্কা জানান, হজমির ভেতর তাঁর চুলবুলি ইমলি খুবই পছন্দ। পানও ভালোবাসেন বড় পর্দার এই ‘জংলি বিল্লি’। তবে পানের চেয়েও ভালোবাসেন পান পাসান্দ (একধরনের চকলেট)। প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে এবারই প্রথম পর্দা ভাগ করতে চলেছেন রাজ। আর সে জন্য উচ্ছ্বাসের শেষ নেই ‘শহীদ’ সিনেমার জন্য জাতীয় পুরস্কারজয়ী এই অভিনেতার।

প্রিয়াঙ্কার প্রতি একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে পিঙ্কভিলাকে বলেন, ‘আমি শুরু থেকেই প্রিয়াঙ্কার বড় ভক্ত। তাঁর সঙ্গে সিনেমা করতে পেরে বহু বছর বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা, বয়ে নিয়ে বেড়ানো একটা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। শুটিংয়ে মনেই হয়নি যে সেটে তিনিই সবচেয়ে বড় তারকা। উল্টো আমাকে বন্ধুর মতো শট বুঝিয়েছেন। আমি এই জীবনে আবারও, আরও অনেকবার প্রিয়াঙ্কার সঙ্গে কাজ করতে চাই।’

জয়ী হলো যে ছবিগুলো

পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে শেষ হলো ১৯তম। ‘নান্দনিক চলচ্চিত্র, মননশীল দর্শক, আলোকিত সমাজ’ স্লোগানে উৎসবটির আয়োজন করে রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ। ৯ দিনব্যাপী এ উৎসবে দেখানো হয়েছে ৭৩টি দেশের ২২৫টি ছবি। রোববার সন্ধ্যায় পর্দা নামল এ উৎসবের শেষ দিনে ঘোষিত হলো বিজয়ীদের নাম। এদিন বিকেলে রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেছেন, সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বিশ্ববাজারে এ দেশের চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা করবে। চলচ্চিত্রকে সময় ও সভ্যতার প্রতিচ্ছবি হিসেবে উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, নিশ্চয়ই করোনা নিয়েও অনেক চলচ্চিত্র নির্মিত হবে। আর সেগুলো এই সময়কে, ইতিহাসকে ধরে রাখবে।

এবারের প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ প্যানোরামা বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে ফাখরুল আরেফীন খান পরিচালিত ‘গণ্ডি’ (দর্শক জরিপ) ও মাসুদ হাসান উজ্জ্বল পরিচালিত ‘ঊনপঞ্চাশ বাতাস’ (জুরি)। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আয়োজিত উৎসবের ১৯তম আসরে এশিয়ান প্রতিযোগিতা বিভাগে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হয়েছে ‘দ্য রোড টু ইডেন’। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হয়েছেন নাসিম আহমদপুর ও শারাম মোকরি (কেয়ারলেস ক্রাইম)।

একই বিভাগে শ্রেষ্ঠ সিনেমাটোগ্রাফার হয়েছেন ওটগনজুরিগ ব্যাচুলুউন (দ্য ওম্যান)। এ ছাড়া শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন মেরুইরট সুব্বুসিনোভার হাতে। সেরা অভিনেতা হয়েছেন নিজাত ইসলার (৯৭৫), সেরা পরিচালক কসেনিয়া লাগুটিনা (ফারিদা)। ‘শ্রেষ্ঠ শিশু চলচ্চিত্র বাদল রহমান পুরস্কার’ পেয়েছে রাশিয়ান ‘তাগানক টিম’। নারী চলচ্চিত্র নির্মাতা বিভাগে স্বল্পদৈর্ঘ্যে ইরানি সিনেমা ‘তিরিশকো’র জন্য শাকিবা খালেঘির সঙ্গে একই বিভাগে স্পেশাল মেনশন পুরস্কার পেয়েছেন সুইডেনের জেসিকা লরেন (ওয়ে হোম)। এ ছাড়া এই বিভাগে শ্রেষ্ঠ তথ্যচিত্র হয়েছে ইভডোকিয়া মোসকভিনা পরিচালিত ‘ফরবিডেন চিলড্রেন’ (রাশিয়া, সিরিয়া)। সেরা নারী নির্মাতা হয়েছেন মারগারিদা পাইভা (দ্য লিটল ব্ল্যাক ড্রেস)। স্পিরিচুয়াল চলচ্চিত্র বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র হয়েছে সাইপ্রাসের মারিনোস কারতিকিস পরিচালিত ‘সিনিয়র সিটিজেন’। একই বিভাগে শ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি হয়েছে মেহরদাদ ওস্কৌই পরিচালিত ‘সানলেস শ্যাডো’।

সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম।বিশেষ অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ। এ ছাড়া উৎসবের নির্বাহী কমিটির সদস্য ম. হামিদ ও উৎসব পরিচালক আহমেদ মুজতবা জামাল উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ ১৯৭৭ সাল থেকে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনে যুক্ত থেকে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শন করছে। সেই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পরিবেশনার মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি তুলে ধরছে। আর্থিক সংকট ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও সংগঠনটি এবারের উৎসব আয়োজন থেকে পিছপা হয়নি। সে জন্য নিঃসন্দেহে সাধুবাদ তাঁদের প্রাপ্য। সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজকদের আর্থিক সংকট লাঘবে কিছুটা হলেও সচেষ্ট হবে।উৎসবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আছে আর থাকবে। এ ধরনের উৎসব আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে।

মদ্যপ নারী রূপে দেখা দেবেন পরিণীতি

কয়েক বছর আগে বিষণতা ঘিরে ধরেছিল পরিণীতি চোপড়াকে। অবসাদের সমুদ্রে ডুব দিয়েছিলেন তিনি। হাতে কোনো কাজ ছিল না তাঁর। তবে সব বিষণতা কাটিয়ে আবার জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছেন পরিণীতি। বছরের শুরুতেই তিনি যুক্ত হয়েছেন একটা বড় প্রকল্পে।

নতুন বছরের শুরুতেই রণবীর কাপুর ঘোষণা করেছিলেন তাঁর নতুন ছবির নাম অ্যানিমেল। কবির সিংখ্যাত পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাংগা ছবিটি পরিচালনা করবেন। অ্যানিমেল ছবিতে রণবীর ছাড়াও থাকবেন অনিল কাপুর, পরিণীতি চোপড়া, ববি দেওল। তবে কারও চরিত্র সম্পর্কে খোলাসা করা হয়নি কিছুই। সম্প্রতি পরিণীতির চরিত্রটি সম্পর্কে জানা গেছে।

এই ছবিতে পরিণীতিকে দেখা যাবে রণবীর কাপুরের স্ত্রীর ভূমিকায়। আর অনিল কাপুর হবেন রণবীরের বাবা। বলাই বাহুল্য, ছবিতে পরিণীতিকে দেখা যাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্রে। অ্যানিমেল ছবির গল্পের কিছুটা আঁচ পাওয়া গেছে। এটি হতে যাচ্ছে গ্যাংস্টার ড্রামাভিত্তিক ছবি। বলা হচ্ছে, বলিউডে এ ধরনের ছবি আগে হয়নি। ছবিতে তুলে ধরা হবে বিভিন্ন সম্পর্কের টানাপোড়েন আর সমস্যাগুলো। আর একটা সময় ছবির মূল অভিনেতাকে দেখা যাবে পাশবিক আচরণ করতে।

ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছে অ্যানিমেল ছবির অডিও টিজার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনিল কাপুর জানিয়েছেন, ছবিটির শুটিং শুরু করার অপেক্ষায় আছেন তিনি। জুন মাস থেকে শুরু হবে অ্যানিমেল-এর শুটিং। তবে সময়মতো শুটিং শুরু হওয়া নির্ভর করছে রণবীরের ওপর।

পরিণীতি অভিনীত দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন ছবিটি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি। ঋভু দাশগুপ্ত পরিচালিত এই ছবিতে পরিণীতিকে এক মদ্যপ নারীর চরিত্রে দেখা যাবে। ছবির অন্যান্য চরিত্রে আছেন অদিতি রাও হায়দারি, কীর্তি কুলহারি ও অবিনাশ তিওয়ারি।

বড় দেরি করে আসছেন জেমস বন্ড

ছবিতে তাঁর অ্যাকশন কিংবা দ্রুত সিদ্ধান্তের কথা কে না জানে? রুপালি পর্দার ব্রিটিশ গুপ্তচর জেমস বন্ড তাই ভক্তদের পছন্দের শীর্ষেই থাকেন। কিন্তু ২৫তম বন্ড নিয়ে যে বেজায় বিরক্ত ভক্তরা। এই বন্ড রুপালি পর্দায় আসতে দেরি করতে করতে যেন ক্রমেই ‘মি. লেট’ উপাধি পেতে চলেছেন।

বন্ড সিরিজের পরবর্তী ছবি ‘নো টাইম টুই ডাই’। এই ছবি নিয়ে আলোচনা যেন ফুরোচ্ছেই না। ছবিটি নিয়ে আলোচনা শুরু হয় বন্ড চরিত্রাভিনেতা ড্যানিয়েল ক্রেগের অভিনয় নিয়ে। তিনি জানান, এটি হতে যাচ্ছে তাঁর অভিনীত ‘বন্ড’ হিসেবে শেষ ছবি। এই ঘোষণার পরে ছবির মুক্তি নিয়ে শুরু হয় আলোচনা। একের পর এক মুক্তির তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় বিরক্ত হয়ে পড়েন ভক্তরাও।

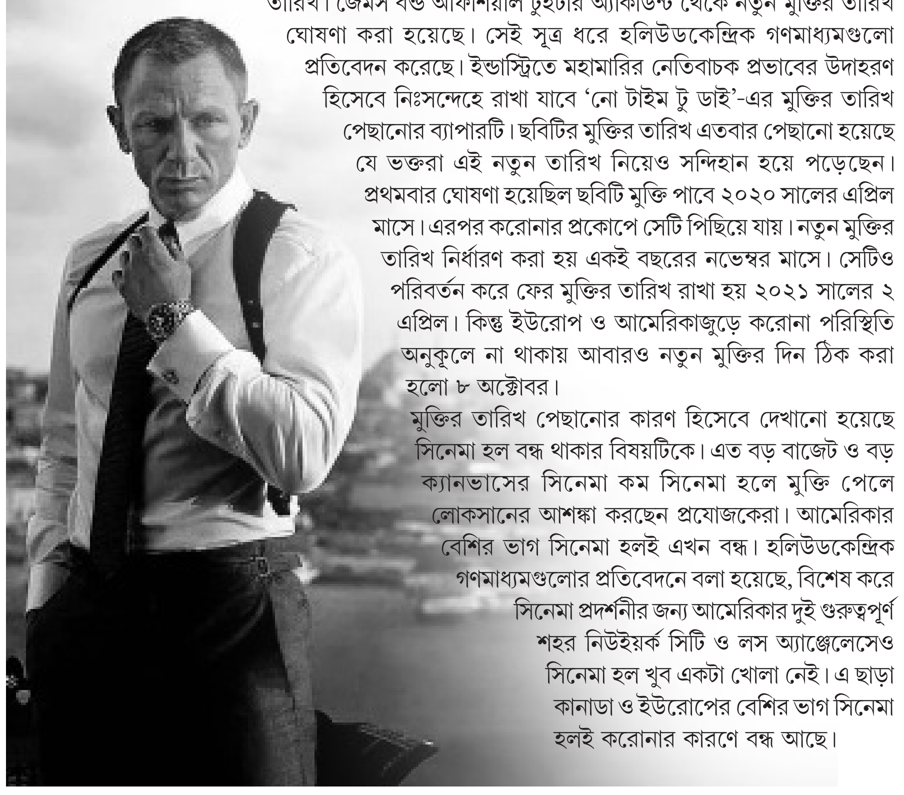

এবার আবার ছবিটি মুক্তির তারিখ পেছানো হয়েছে। চলতি বছরের ৮ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে ছবিটি। করোনাকালীন পরিস্থিত বিবেচনায় এবং লোকসান থেকে বাঁচতে আবারও পেছানো হলো সিনেমাটি মুক্তির তারিখ। জেমস বন্ড অফিশিয়াল টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে নতুন মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সূত্র ধরে হলিউডকেন্দ্রিক গণমাধ্যমগুলো প্রতিবেদন করেছে। ইন্ডাস্ট্রিতে মহামারির নেতিবাচক প্রভাবের উদাহরণ হিসেবে নিঃসন্দেহে রাখা যাবে ‘নো টাইম টু ডাই’-এর মুক্তির তারিখ পেছানোর ব্যাপারটি। ছবিটির মুক্তির তারিখ এতবার পেছানো হয়েছে যে ভক্তরা এই নতুন তারিখ নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। প্রথমবার ঘোষণা হয়েছিল ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে। এরপর করোনার প্রকোপে সেটি পিছিয়ে যায়। নতুন মুক্তির তারিখ নির্ধারণ করা হয় একই বছরের নভেম্বর মাসে। সেটিও পরিবর্তন করে ফের মুক্তির তারিখ রাখা হয় ২০২১ সালের ২ এপ্রিল। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাজুড়ে করোনা পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় আবারও নতুন মুক্তির দিন ঠিক করা হলো ৮ অক্টোবর।

মুক্তির তারিখ পেছানোর কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে সিনেমা হল বন্ধ থাকার বিষয়টিকে। এত বড় বাজেট ও বড় ক্যানভাসের সিনেমা কম সিনেমা হলে মুক্তি পেলে লোকসানের আশঙ্কা করছেন প্রযোজকেরা। আমেরিকার বেশির ভাগ সিনেমা হলই এখন বন্ধ। হলিউডকেন্দ্রিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশেষ করে সিনেমা প্রদর্শনীর জন্য আমেরিকার দুই গুরুত্বপূর্ণ শহর নিউইয়র্ক সিটি ও লস অ্যাঞ্জেলেসেও সিনেমা হল খুব একটা খোলা নেই। এ ছাড়া কানাডা ও ইউরোপের বেশির ভাগ সিনেমা হলই করোনার কারণে বন্ধ আছে।

উর্বশী সত্যিই কি বিয়েটা সেরে ফেললেন

উর্বশী রৌতেলা মানেই একরাশ উষ্ণতা। অনলাইন দুনিয়ায় তাঁর আবেদনময়ী ছবি সব সময় ঝড় তোলে। তবে সম্প্রতি উর্বশীর একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্নিগ্ধতা ছড়ায়। এই ভিডিওতে একদমই ভিন্ন চেহারায় দেখা গেল তাঁকে। মাথায় সিঁথিতে সিঁদুর। এক সাধারণ গৃহবধূ হিসেবে ধরা দিলেন এই বলিউড নায়িকা। তারপর থেকেই নেট দুনিয়ায় নানা গুঞ্জন। উর্বশী সত্যিই কি বিয়েটা সেরে ফেললেন?

উর্বশী এ মুহূর্তে ব্যস্ত তাঁর পরবর্তী প্রকল্প নিয়ে। তাঁকে একটি বায়োপিক সিরিজে দেখা যাবে। এই বলিউড তারকা মনে করেন বায়োপিকে কাজ করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। উর্বশী ‘ইন্সপেক্টর অবিনাশ’ বায়োপিকে রণদীপ হুদার স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর সে জন্যই এই নতুন বেশে দেখা গেছে তাঁকে। বায়োপিক প্রসঙ্গে উর্বশী বলেন, ‘পর্দায় একটি বাস্তব চরিত্রে আমি অভিনয় করছি। প্রতাপশালী পুলিশ কর্মকর্তা অবিনাশ মিশ্রর স্ত্রী পুনম মিশ্রর চরিত্রে আমি অভিনয় করছি। বাস্তবধর্মী চরিত্রে অভিনয় করা সত্যি অনেক কঠিন ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ। পর্দায় পুনম হয়ে ওঠার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি।’তিনি আরও বলেন, ‘আমি সত্যি গর্বিত যে পর্দায় তাঁর চরিত্রে আসতে যাচ্ছি। তিনি আমার চোখে সাহস আর শক্তির প্রতীক। অবিনাশ মিশ্রর জীবনে তিনি সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিলেন। আমি অবিনাশ মিশ্র এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখে করেছি। পুনমজির সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। তাঁর শারীরিক ভাষা ও ব্যক্তিত্ব খুব কাছ থেকে লক্ষ করেছি।’ সম্প্রতি এই ওয়েব সিরিজের শুটিং শুরু হয়েছে। আর তা নিয়ে উর্বশী আর রণদীপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কথা বলেছেন। ‘ইন্সপেক্টর অবিনাশ’ ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে ডিজিটাল দুনিয়ায় অভিষেক হতে চলেছে রণদীপের। উর্বশী সম্প্রতি একটি দক্ষিণি ছবির কাজ শেষ করেছেন। তাঁকে দেখা গেছে একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের জন্য নির্মিত ‘ভার্জিন ভানুপ্রিয়া’ ছবিতে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বিনা রক্তপাতে কাশ্মীরের পঞ্চায়েত এবং অসমের বিটিআর নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে : অমিত

কোকরাঝাড় (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলস্বরূপ কাশ্মীরে পঞ্চায়েত এবং অসমের বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর নির্বাচনে এক ফোঁটা রক্ত ঝরেনি, একটি গুলিও ছুঁড়তে হয়নি পুলিশকে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নরেন্দ্র মোদীর জন্যই আজ বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল এরিয়া ডিস্ট্রিক্ট (বিটিএডি)-এ শান্তি ফিরে এসেছে। রবিবার কোকরাঝাড়ের বডোফানগরে গ্রিনফিল্ডে বিটিআর চুক্তির প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশাল সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিচ্ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে আয়োজিত সমাবেশে বিটিআর শান্তিচুক্তির প্রেক্ষাপট তুলে বলেন, বড়ো জনগোষ্ঠী আজ দেশের একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বড়ো জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংস্কৃতি, পরিচয় রক্ষা করবে বিজেপি। চুক্তি অনুযায়ী গৃহীত কয়েকটি প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে বিজেপি সরকার বাস্তবায়িত করেছে। আজই সমাবেশের সভামঞ্চ থেকে আত্মসমর্পণকারী প্রায় সাতশো উগ্রপন্থীর কর্মসংস্থানের জন্য চার লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদানের সূচনা করেছেন অমিত শাহ। এই প্রসঙ্গ টেনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চুক্তি অনুযায়ী বড়ো ভাষাকে রাজ্য সরকারের সহযোগী ভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও অর্থ-স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মারা।

বিটিআর চুক্তির প্রথম বর্ষপূর্তি সমাবেশে বড়ো অবড়ো জনগোষ্ঠীয় সর্বশ্রেণির জনতার আগমনকে বিটিএডি এলাকায় যে সম্প্রীতির বাতাবরণ ফিরে এসেছে তার জন্য বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়োর ইউপিপিএল এবং বিজেপি দলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অমিত শাহ। তিনি বলেন, এর আগে তিনি বহুবার কোকরাঝাড়ে এসেছেন, কিন্তু আজকের পরিবেশ কোনওদিন দেখেননি। তিনি বলেন, বড়োল্যান্ডে এতদিন বড়ো এবং অবড়োর মধ্যে সংঘাত জিইয়ে রাখতে একটি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র অহরহ অপচেষ্টা চালিয়েছিল। ওই চক্রকে আজকের এই বিশাল সমাবেশ উচিত শিক্ষা দেবে বলে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তির ছুঁড়েছেন তিনি। অমিত আরও বলেন, সব ধরনের অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে আজকের সমারোহে বড়ো, অবড়ো উভয় সম্প্রদায়ের জনতা অংশগ্রহণ করার ঘটনা অসমের কাছে এক শুভ ইঙ্গিত বহন করছে।

বিরোধীদের ক্ষুরধার সমালোচনা করে অমিত শাহ বলেন, কংগ্রেস আমলে বড়োল্যান্ড সহ সমগ্র অসমে রক্তের বন্যা বইছিল। উগ্রপন্থীদের দাপাদাপি, বন্দুকের ঝনঝনানি ছিল নিত্যনৈমিত্যিক ঘটনা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থী সমস্যা সমাধান করে শান্তির পরিবেশ ফিরিয়ে এনেছেন। মোদীর প্রচেষ্টায় অসমের আটটি উগ্রপন্থী সংগঠনের ৭০০-এরও বেশি সক্রিয় সদস্য অস্ত্র সংবরণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরেছেন। বলেন, কংগ্রেস সরকার বহু চুক্তি করেছে। কিন্তু কোনও চুক্তিই কার্যকর করেনি। তাদের সব প্রতিশ্রুতি অকার্যকর হয়েই ছিল, কোনওটাই বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ ৭০ বছরে অকার্যকর কাজগুলি এবার বিজেপি সরকার কার্যকর করে বিকাশের ধারা অব্যাহত রেখেছে।

আজকের সমাবেশ থেকে বিটিআর এলাকায় স্থলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন তিনি। অমিত বলেন, বড়ো জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য বিজেপি সরকার দায়বদ্ধ। বিটিআর চুক্তির এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কোকরাঝাড়ে আজ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, গত বছরের ২৭ জানুয়ারি দিল্লিতে বিটিআর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই কার্যসূচির আজ ছিল প্রথমদিন। এদিন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অদম্য উচ্ছ্বাসিত ছিলেন বড়োল্যান্ডের জনসাধারণ। তা দেখে ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহের ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি এবং দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমি আজ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আগামী কিছুদিনের মধ্যে অসমের মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত প্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে বড়োল্যান্ড। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রচেষ্টায় বিটিআর-এ শান্তি এসেছে। এই শান্তি এবং অবশ্য উন্নয়নের ধারা চিরদিন বইতে থাকবে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে বলেন, অসমের মধ্যে বিকশিত প্রান্ত হিসেবে বিটিআর পরিগণিত হবে। ইউপিপিএল এনডিএ-র শরিক হওয়ায় আনন্দ ব্যক্ত করে বলেন, প্রমোদ বড়োর নেতৃত্বে বড়োল্যান্ড বহুদূর এগিয়ে যাবে বলে আশা করেন তিনি।

বিজেপিই অসমে ফের সরকার গঠন করবে বলে জোরের সঙ্গে দাবি করে অমিত শাহ বলেন, বিটিআর নির্বাচন ছিল ট্রেইলার, সেমিফাইনাল। ফাইনাল হল আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন। আজকের সমাবেশ বুঝিয়ে দিয়েছে, উন্নয়ন তথা জনকল্যাণকামী কাজের জন্য অসমের জনতা রাজ্যে ফের বিজেপি সরকার গড়বেন, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন শাহ।গতকাল শিবসাগরের জেরেঙাপথারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারি অনুষ্ঠানে এসে প্রকারান্তরে নির্বাচনের হাওয়া তুলে গেছেন। এর পর আজ কোকরাঝাড় এবং নলবাড়িতে এসে নির্বাচনী বিউগল বাজিয়ে গেছেন আরেক কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঘন কুয়াশার দরুন তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্ধারিত সকাল ১০-টার বদলে প্রায় তিনঘণ্টা পর কোকরাঝাড়ের বডোফানগরের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন। সেখানে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো, অসমে বিজেপির প্রভারী বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক দিলীপ শইকিয়া সহ অনেকে। সমাবেশস্থলে বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা নাচে-গানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে স্বাগত জানিয়েছেন।

"জয় হিন্দ বা জয় শ্রীরামের মধ্যে পার্থক্য পাইনি": চন্দ্রকুমার বসু

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি স): প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখতে গেলে জয় শ্রীরাম স্লোগান নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর অপমানিত হওয়ার প্রতিবাদে পথে নেমেছে তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে ওঠার পর জয় শ্রীরাম স্লোগান নিয়ে নেতাজির প্রপৌত্র তথা বিজেপি নেতা চন্দ্রকুমার বসুর সাফ দাবি "জয় হিন্দ বা জয় শ্রীরামের মধ্যে পার্থক্য পাইনি"।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্রকুমার বসু আরও বলেন, "নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু একতার প্রতীক। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়েই তৈরি হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ। ফলে কেউ জয় হিন্দ বলুক বা জয় শ্রীরাম, আমি কোনও পার্থক্য খুঁজে পাই না"।উল্লেখ্য, দেশনায়কের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে অনুষ্ঠানের মঞ্চে একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। কিন্তু অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গেলে জয় শ্রীরাম স্লোগান ওঠে। এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "কাউকে ডেকে অপমান করা উচিত নয়। এটা কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। এটা সরকারি অনুষ্ঠান। আমি আর একটা কথাও বলব না।

কুলতলির সভা থেকে শুভেন্দু ও শোভনকে নজিরবিহীন আক্রমণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কুলতলি, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রবিবার দক্ষিন ২৪ পরগনার কুলতলি বিধানসভার জামতলায় জনসভা করতে আসেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা রাজ্যের যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন দুপুর ঠিক দুটোয় তিনি আসেন সভা মঞ্চে। আর সেই সভামঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখার সময় এদিন শুভেন্দু অধিকারী ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে নজিরবিহীন আক্রমন করেন অভিষেক। পাশাপাশি শনিবার কলকাতার ভিক্টোরিয়ার সামনে সরকারি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে অপমান করা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন অভিষেক। এদিনের সভায় অভিষেক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, জেলা তৃণমূলের সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, জেলার যুব তৃণমূলের সভাপতি শওকত মোল্লা সহ জেলা তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃবর্গ ও বেশ কয়েকজন বিধায়ক। তবে সভামঞ্চে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলের অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিন মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, "গতকাল কলকাতায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাঁকে সেখানে আমন্ত্রণ করে অপমান করা হয়েছে। সেখানে সভার পরিবেশ কুলশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেখানে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রীকে ও বাংলার সংস্কৃতি রক্ষা করতে নিজে বক্তৃতা না দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।" এর পাশাপাশি এদিন মঞ্চ থেকে সারদা প্রধান সুদিপ্ত সেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে যে চিঠি পাঠিয়েছেন সেই চিঠিতে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর থেকে ছয় কোটি টাকা নিয়েছেন বলে দাবি করেছেন বলে জানান অভিষেক। নিজেই সেই চিঠি মঞ্চ থেকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে দেখিয়ে অভিষেক শুভেন্দু অধিকারী সম্পর্কে বলেন, " সারদা কর্তা নিজের চিঠিতে লিখেছেন কে তাঁর থেকে টাকা নিয়েছে। তাহলে তোলাবাজ কে? ঘুষখোর কে? দু নম্বরি কে? মির্জাফর কে? মানুষের সাথে বেইমানি করেছে কে? দশ বছর খেয়ে মধু মির্জাফর এখন সাজছে সাধু।" এদিনের মঞ্চ থেকে শুভেন্দু অধিকারীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে অভিষেক বলেন, " আমি প্রমান দিচ্ছি ওর বিরুদ্ধে। আমার বিরুদ্ধে প্রমান দে, আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলে মৃত্যু বরন করে নেবো। তুই করবি মৃত্যু বরন? কথায় কথায় বলে লড়াইয়ের ময়দানে দেখা হবে। এইতো লড়াইয়ের ময়দান, জনগনের সামনেই লড়াই হোক। আমি মানুষের সামনে জনতার দরবারে দাঁড়িয়ে সুদিপ্ত সেনের চিঠি নিয়ে প্রমান দিচ্ছি ও ছয় কোটি টাকা নিয়েছি। শুধু তাই নয় সুদীপ্ত সেন আরও বলেছে দিনের পর দিন ওঁকে ব্ল্যাকমেল করেছে।"

বাস সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকে মিলল না সমাধান

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক শেষেও মিলল না সমাধান। ফলে চলতি মাসে তিনদিন বাস ধর্মঘট হচ্ছেই। রবিবার বৈঠক শেষে জানিয়ে দিল বাস মালিকদের সংগঠন। তবে ২৮ তারিখ ধর্মঘটের আগে ফের একবার বৈঠক হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

বাসের ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে অনেক দিন থেকেই নিজেদের মত জানিয়েছে বেসরকারি বাস সংগঠনগুলি। জ্বালানির দাম যে হারে বাড়ছে তাতে এই ভাড়ায় তাদের গাড়ি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে জানিয়ে বারবার সরব হয়েছেন তাঁরা। সেই কারণে ভাড়া বাড়ানোর দাবিতে সরব হয়ে আগামী ২৮ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত বাস ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সংগঠন গুলি। পাশাপাশি ওই তিনদিন ট্যাক্সি ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে বেঙ্গল ট্যাক্সি অ্যাসোসিয়েশনও।

এরপরেই রবিবার ময়দানে পরিবহন দফতরের টেন্টে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন বাস মালিকরা। এদিন বিকেল ৩ টে নাগাদ মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক শুরু হয়। তবে আলোচনা শেষেও ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে এখনও অনড় বাস মালিক সংগঠনগুলি।

দুর্ঘটনার কবলে বরুন ধাওয়ান

মুম্বই, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : বিয়ের বাকি আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তার আগেই বিপদের মুখে বলিউড অভিনেতা বরুন ধাওয়ান। শনিবার রাতে মুম্বইয়ের আলিবাগে ব্যাচেলার পার্টিতে যাওয়ার আগে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল অভিনেতার গাড়ি। তবে, অভিনেতার কোনো চোট লাগেনি। এছাড়া তাঁর গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেই সুরক্ষিত রয়েছেন।

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, গুরুতর দুর্ঘটনা নয়। বরুণ একেবারে সুস্থ রয়েছেন। আলিবাগের পাঁচতারা হোটেলেই বসছে বরুণ ধাওয়ান এবং নাতাশা দালালের বিয়ের আসর। সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে তার তোড়জোড়। তবে, বলিউডের হাই প্রোফাইল বিয়ের আসর নিয়ে কড়া নিরাপত্তা ঘেরাটোপে রয়েছে আলিবাগের ম্যানশন হাউস নামে ওই পাঁচতারা রিসর্ট। একের পর এক সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতেই বরুণ-নাতাশার বিয়ের অনুষ্ঠান হবে বলে জানা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই আমন্ত্রিতদের তালিকা ৪০ থেকে ৫০ জনের মধ্যে রাখা হয়েছে। বিয়েতে যারা উপস্থিত থাকছেন তাদের কোভিড রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ভেন্যুতে বেশ কিছু ডিসইনফেকশন মেশিন রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিয়েতে থাকছে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের কাউন্টার। বিয়ের ভেন্যুতে মোবাইল ক্যামেরার ওপরে থাকছে নিষেধাজ্ঞা।

এবার জয় শ্রীরাম লেখা এক লক্ষ পোস্ট কার্ড মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পাঠাচ্ছে বিজেপি

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি. স.): নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে একদিকে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল। কিন্তু এরই মাঝে গতকাল সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী। এরপরেই ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে অনুষ্ঠানের মঞ্চে একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। কিন্তু অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠে বক্তব্য রাখতে গেলে জয় শ্রীরাম স্লোগান ওঠে। আর এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর অপমানকে কেন্দ্র করে পথে নেমেছে তৃণমূল। আর এরই মাঝে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে এবার জয় শ্রীরাম লেখা এক লক্ষ পোস্ট কার্ড মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপিকে। এবার টুইট করে এমনটাই জানালেন বিজেপি নেতা তজিন্দার সিং বাগ্গা।

টুইট করে বিজেপি নেতা তজিন্দার সিং বাগ্গা লেখেন, " দিদি, আপনি জয় শ্রীরাম শুনলেই কেন মেজাজ হারান? আপনার কাছে জয় শ্রীরাম লেখা এক লক্ষ পোস্ট কার্ড পাঠানো হবে "।উল্লেখ্য,নেতাজির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবার ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতে উঠতেই জয় শ্রী রাম ধ্বনি তোলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ।এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও বক্তব্য না রেখেই নিজের জায়গায় গিয়ে বসেন। যার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসকদল। এর নিন্দা করেছে বাম-কংগ্রেসও।

অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ বেশি কৃতিত্বের : গ্রেম সোয়ান

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ঢের বেশি কৃতিত্বের। এমনটাই মনে করেন প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা গ্রেম সোয়ান। এই অফস্পিনারের মতে, অ্যাসেজের প্রতি ইংরেজের যে বিশেষ আসক্তি আছে, তা ঝেড়ে ফেলে ভারত সফরে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ঢের বেশি কৃতিত্বের।

একটি ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা গ্রেম সোয়ান বলেন, 'ইংল্যান্ড সবসময় বলে থাকে যে অ্যাসেজ এগিয়ে আসছে। এখন অস্ট্রেলিয়া আর বিশ্বের সেরা দল নয়। ওরা আগে ছিল। কিন্তু এখন বহু যোজন পিছিয়ে আছে। কিন্তু আমরা সেটার প্রতি আসক্ত।'

কিন্তু সেই মনোভাব কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন সোয়ান আরও বলেন, 'অ্যাসেজের বাইরে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতে গিয়ে ভারতকে হারানোর বিষয়টি ঢের বেশি কৃতিত্বের। ২০১২ সালে আমরা হারানোর পর থেকে ঘরের মাঠে ভারত কার্যত অপরাজেয়। ওটাই কেন পুরো বিষয় নয়?' সোয়ানের মতে, যদি ইংল্যান্ড বিশ্বের সেরা টেস্ট দল হতে চায়, তাহলে ভারতের মাটিতে ভারতকে হারাতে হবে জো রুটদের।

ডনের দেশে অজি বধ করে ইতিহাস তৈরির পর এবার ভারতের সামনে মিশন ইংল্যান্ড। চারটি টেস্ট, পাঁচটি টি-২০ এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ সহ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে ইংল্যান্ড। ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ বেশি কৃতিত্বের : গ্রেম সোয়ান

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ঢের বেশি কৃতিত্বের। এমনটাই মনে করেন প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা গ্রেম সোয়ান। এই অফস্পিনারের মতে, অ্যাসেজের প্রতি ইংরেজের যে বিশেষ আসক্তি আছে, তা ঝেড়ে ফেলে ভারত সফরে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। কারণ অ্যাসেজের থেকেও ভারতের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ঢের বেশি কৃতিত্বের।

একটি ব্রিটিশ ট্যাবলয়েডে প্রাক্তন ব্রিটিশ তারকা গ্রেম সোয়ান বলেন, 'ইংল্যান্ড সবসময় বলে থাকে যে অ্যাসেজ এগিয়ে আসছে। এখন অস্ট্রেলিয়া আর বিশ্বের সেরা দল নয়। ওরা আগে ছিল। কিন্তু এখন বহু যোজন পিছিয়ে আছে। কিন্তু আমরা সেটার প্রতি আসক্ত।'

কিন্তু সেই মনোভাব কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দিয়েছেন সোয়ান আরও বলেন, 'অ্যাসেজের বাইরে গিয়ে আমাদের দেখতে হবে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতে গিয়ে ভারতকে হারানোর বিষয়টি ঢের বেশি কৃতিত্বের। ২০১২ সালে আমরা হারানোর পর থেকে ঘরের মাঠে ভারত কার্যত অপরাজেয়। ওটাই কেন পুরো বিষয় নয়?' সোয়ানের মতে, যদি ইংল্যান্ড বিশ্বের সেরা টেস্ট দল হতে চায়, তাহলে ভারতের মাটিতে ভারতকে হারাতে হবে জো রুটদের।

ডনের দেশে অজি বধ করে ইতিহাস তৈরির পর এবার ভারতের সামনে মিশন ইংল্যান্ড। চারটি টেস্ট, পাঁচটি টি-২০ এবং তিনটি একদিনের ম্যাচ সহ পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে ভারত সফরে আসছে ইংল্যান্ড। ৫ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

"পারব না আমি ছাড়তে তোকের দিনই বলেছিলাম দিদি তোমায় ছাড়তে পারব না": কৌশানী

কলকাতা,২৫ জানুয়ারি (হি স): নজর একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ অব্যাহত। রবিবার তৃণমূল ভবনে এসে তৃণমূলে যোগদান করেন অভিনেত্রী কৌশানি। আর তারপরেই "পারব না আমি ছাড়তে তোকের দিনই বলেছিলাম দিদি তোমায় ছাড়তে পারব না" বলেন অভিনেত্রী কৌশানি মুখোপাধ্যায়।

তৃণমূলে যোগদানের পরেই কৌশানি বলেন, " আমায় দেখে অনেকে এগিয়ে আসুক। যারা ঘরের ভেতরে দিদিকে সমর্থন করেন, তাঁরা এগিয়ে আসুন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ ঘণ্টা মানুষের কথা ভাবেন। তাঁর আমলে নানা সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি। তা, নই আমার বিশ্বাস, আবার মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে আনবে। আমি চাই আমায় দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসুক। দিদির সৈনিক হয়ে দাঁড়াক। আমার প্রথম ছবি পারব না আমি ছাড়তে তোকের দিনই বলেছিলাম দিদি তোমায় ছাড়তে পারব না"।

লালুপ্রসাদ যাদবের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি স): অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লালুপ্রসাদ যাদবের আরোগ্য কামনায় রবিবার টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।লালু প্রসাদ যাদবের আরোগ্য কামনায় টুইট করে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, "লালু প্রসাদজির স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। তাঁর দ্রুত এবং সম্পূর্ণ সুস্থতা কামনা করছি"।উল্লেখ্য,শুক্রবার থেকে লালু প্রসাদ যাদবের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। এরপর চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকাকালীন আচমকা অসুস্থ হয়ে পরেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব। পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি মামলার দোষী সাব্যস্ত তিনি। জেলবন্দি হওয়ায় তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কারনে রাঁচির রিমস হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। সেই সময় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। শনিবার তাঁকে দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ ও বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

ভ্যাকসিন নেওয়ার পর আশা কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য গন্তুরে

বিশাখাপত্তনম, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : অন্ধ্রপ্রদেশের গন্তুরে করোনার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর এক আশা কর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। রবিবার সকালেই মৃত্যু হয় ওই আশা কর্মীর। তিনি কিছুদিন আগেই করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, বিজয় লক্ষী নামের ওই আশা কর্মীর বয়স ৪২ বছর। জানুয়ারির ১৯ তারিখে করোনার ভ্যাকসিন নেন ওই আশা কর্মী। করোনার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর শরীরে নানান পার্শপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তারপর থেকেই শারীরিক অসুস্থতার জেরে গুন্তরের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। সেখানেই ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। তার মরদেহ আপাতত ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই আশাকর্মীর পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে করোনা ভাইরাসের প্রতিষেধক নেওয়ার পরেই মৃত্যু হয়েছে বিজয় লক্ষীর। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জেলা শাসক স্যামুয়েল আনন্দ কুণার। হাসপাতালেই দেখা করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান তিনি। ওই আশা কর্মীর পুত্রকে সরকারি চাকরির দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জেলা শাসক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় টিকা সরবরাহের ছাড়পত্র পেল সেরাম

জোহানসবার্গ, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : সেরাম ইনস্টিটিউটকে দক্ষিণ আফ্রিকায় টিকা সরবরাহের ছাড়পত্র দিল সে দেশের ড্রাগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। জানুয়ারির শেষে কোভিশিল্ডের ১০ লক্ষ ডোজ এবং ফেব্রুয়ারিতে আরও ৫ লক্ষ ডোজ দক্ষিণ আফ্রিকায় সরবরাহের কথা রয়েছে সেরামের। সে দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, খুব শীঘ্রই টিকা তাঁদের হাতে এসে পৌঁছবে।

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ আফ্রিকায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। তাই দ্রুত টিকাকরণ কর্মসূচির উপর জোর দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার। সে দেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রথম ধাপে সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীকে এই টিকা দেওয়া হবে। পরে ধাপে ধাপে সাধারণ মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জোয়েলি খিজে বলেন, "সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। আমরা আশ্বাস দিচ্ছি এই পরিস্থিতি দ্রুত সামলে উঠব। গোটা দেশে টিকাকরণ কর্মসূচির সুষ্ঠু ভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টাও চালাচ্ছি আমরা।" দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষ করোনায় আক্রান্ত। মৃত্যু হয়েছে ৪০ হাজারেরও বেশি।

এই প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলায় হিংসামুক্ত নির্বাচনের শপথ নিন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি স): আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষা। তারপরেই একুশের নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নির্বাচনের প্রস্তুতিতে সভা মিছিল মিটিং শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। কিন্তু অন্যদিকে এখনও বর্তমান রাজভবন বনাম নবান্ন সংঘাত। এরই মাঝে রবিবার "এই প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলায় হিংসামুক্ত নির্বাচনের

২০১৪ সালের পর থেকে একটা অঘোষিত সেনসরশিপ চলছে, বাকস্বাধীনতা নেই: ব্রাত্য বসু

কলকাতা,২৪ জানুয়ারি (হি স): দোরগোড়ায় একুশের নির্বাচন। নির্বাচনে যতদিন এগিয়ে আসছে ততই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরে বাড়ছে উত্তেজনা। এরই মাঝে বিজেপি-তৃণমূল তরজা তুঙ্গে। রবিবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এদিন তিনি বলেন, "২০১৪ সালের পর থেকে একটা অঘোষিত সেনসরশিপ চলছে, বাকস্বাধীনতা নেই " ।

এই প্রসঙ্গে ব্রাত্য বসু আরও বলেন,"দেশের শিল্প জগৎ সঙ্কটে এখন সমূহ সঙ্কটে। ২০১৪ সালের পর থেকে একটা অঘোষিত সেনসরশিপ চলছে। বাকস্বাধীনতা নেই। বাম আমলে সরকারের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলেছি। তৃণমূলের শাসনকালেও বাম বুদ্ধিজীবীরা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। তবে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সেই বাকস্বাধীনতা আর থাকবে না"।

নন্দীগ্রামে বিশেষভাবে প্রচারে নামছে তৃণমূল

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): নন্দীগ্রামে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কারণে এবার নন্দীগ্রামে বিশেষভাবে প্রচারে নামছে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই প্রচারের নীল নকশা তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে দল।ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই নন্দীগ্রামে প্রচার শুরু করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, মমতার ভোটপ্রচারে একটি বিশেষ দল তৈরি করা হচ্ছে। যে দলে থাকছেন কলকাতার একাধিক প্রথম সারির নেতা। এর মধ্যে অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যাবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে।

গত ১৮ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে তেখালির সভা থেকে মমতা নিজেই জানিয়েছিলেন, এই কেন্দ্রে প্রার্থী হবেন তিনি। এর পরেই ওই এলাকায় প্রচার নিয়ে তোরজোড় শুরু করেছে দল। জানা গেছে,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার শুরু করবেন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনদিন নন্দীগ্রামে পড়ে থেকে প্রচার করবেন সুব্রত। প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনসংযোগও করবেন তিনি। ফেব্রুয়ারিতেই নন্দীগ্রামে যাওয়ার সম্ভাবনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।এছাড়াও, কলকাতার নেতাদের সঙ্গে ভোট প্রচারের দায়িত্বে থাকবেন আবু তাহের, শেখ সুফিয়ানরা। সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভার এক প্রাক্তন বোরো চেয়ারম্যান ও এক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদকেও নন্দীগ্রামে গিয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

কালিয়াচকে অস্ত্র কারখানার হদিশ, গ্রেফতার ২

মালদা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : অস্ত্র কারখানার হদিস মিলল মালদা জেলার কালিয়াচকে। এসটিএফ ও রাজ্যে পুলিশের যৌথ অভিযানে প্রচুর অস্ত্র সহ কালিয়াচক থেকে গ্রেফতার হল ২ যুবক।

জানা গিয়েছে, কালিয়াচকের এক বাড়ির ছাদে অস্ত্র কারখানার হদিশ পান কালিয়াচক থানার পুলিশ ও এসটিএফ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশ ও এসটিএফ যৌথ অভিযান চালায় আলিপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের করারী চাঁদপুর গ্রামে। এলাকার বাসিন্দা হুমায়ুন শেখের বাড়ি তল্লাশির সময় অস্ত্র কারখানাটি নজরে পড়ে পুলিশ কর্তাদের। কারখানাটি থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র তৈরির সরঞ্জামও উদ্ধার হয়। মূলতঃ নাইন এমএন পিস্তল-সহ রাইফেল তৈরি হত এই কারখানায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

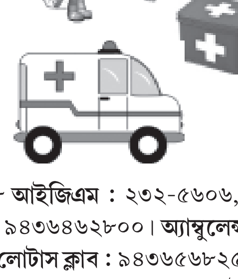

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

জাতীয় শিশু কন্যা দিবসে উত্তরাখণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন সৃষ্টি গোস্বামী

দেরাদুন, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে 'জাতীয় শিশু কন্যা দিবস' । আর এই দিনটিকে পালন করতে অভিনব উদ্যোগ নিল উত্তরাখণ্ডের বিজেপি সরকার। রবিবার ২৪ ঘণ্টার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেন সৃষ্টি গোস্বামী নামে ১৯ বছর বয়সি তরুণী। নারীদের ক্ষমতায়নে উত্তরাখণ্ড সরকারের এই পদক্ষেপ প্রশংসিত হয়েছে সর্বস্তরে। জানা গিয়েছে, এদিন উত্তরাখণ্ডের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী গয়েরসাইন থেকে প্রশাসনের কাজকর্মের উপর নজর রাখবেন সৃষ্টি। ত্রিবেন্দ্র সিংহ রাওয়াত সরকার পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প কতটা রূপায়ণ হয়েছে, কতদূর কাজ এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখে মূল্যায়ণ করবেন তিনি। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'অটল আয়ুষ্মান প্রকল্প', 'স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট', রাজ্য সরকারের পর্যটন দপ্তরের হোমস্টে স্কিম ও আরও নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প। এদিন দেরাদুনে আয়োজিত চাইল্ড অ্যাসেম্বলিতেও অংশ নেবেন সৃষ্টি।

জানা গিয়েছে, সৃষ্টি হরিদ্বার জেলার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাবা সামান্য একটি দোকান চালায়, মা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। তিনি নিজে বিএসসির পড়ুয়া। এর আগে ২০১৮ সালের মে মাসে তিনি উত্তরাখণ্ড 'বাল বিধানসভা'র মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছিলেন। এখনও অবশ্য সেই পদেই রয়েছেন। সেকারণে ২০১৯ সালে গার্লস ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ প্রোগ্রামে যোগ দিতে তিনি থাইল্যান্ড গিয়েছিল।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মানের প্রতিবাদ জানিয়ে গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ কবীর সুমনের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): নেতাজির জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে শনিবার কলকাতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর দেশনায়কের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে অনুষ্ঠানের মঞ্চে একসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে। কিন্তু অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠেন বক্তব্য রাখতে গেলে জয় শ্রীরাম স্লোগান ওঠে। আর এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মুখ্যমন্ত্রী। এরই প্রতিবাদে রবিবার পথে নেমেছে কবীর সুমন। মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মানের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন গড়িয়াহাটে বিক্ষোভ দেখান কবীর সুমন।

নেতাজির জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সাজো সাজো রব ছিল শহরজুড়ে। একদিকে শ্যামবাজার থেকে রেড রোড পর্যন্ত নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষে পদযাত্রা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে তার কিছুক্ষণ পরেই কলকাতার হাজির হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য রাখতেই জয় শ্রী রাম ধ্বনি তোলেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ।

এরপরেই ক্ষিপ্ত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "ডেকে এনে অপমান না করলেই নয়! এটা কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। এটা সরকারি অনুষ্ঠান। আমি আর একটা কথাও বলব না। তবে কলকাতায় এই অনুষ্ঠান আয়োজন করায় আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। জয় হিন্দ, জয় বাংলা"।

আর এর পরের দিনই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলে গড়িয়াহাটে বিক্ষোভে সামিল হন কবীর সুমন। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান কবীর সুমন।

বিভিন্ন পেশার মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী : কুণাল ঘোষ

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি(হি স): একুশের নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রস্তুতি। নির্বাচনের আগেই তৃণমূল ভবনে গিয়ে রবিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় ও ইস্পার কর্তা পিয়া সেনগুপ্ত। আর তারপরেই "বিভিন্ন পেশার মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী" মন্তব্য তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপক্ষে কুণাল ঘোষ আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস গঠনের সময় এবং এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্লোগানটি দেন তা হল মানুষের মহাজোট। সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষরা রাজনৈতিক প্রতিনিধি হতে পারেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁদেরকেও সুযোগ দিয়েছেন।বিভিন্ন পেশার মানুষদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী"।

উল্লেখ্য, এদিন তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পর অভিনেত্রী কৌশানি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪ ঘন্টা মানুষের কথা ভাবেন। তাঁর আমলে নানা সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি। তা, নই আমার বিশ্বাস, আবার মানুষ তাঁকে ফিরিয়ে আনবে। আমি চাই আমায় দেখে আরও অনেকে এগিয়ে আসুক। দিদির সৈনিক হয়ে দাঁড়াক"। অন্যদিকে তৃণমূলে যোগ দিয়ে পিয়া সেনগুপ্ত বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন সৈনিক হিসেবে যোগদান করছি। সমস্ত কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার অঙ্গীকারবদ্ধ আমি। এবং তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই নিয়ে আসব"।

২৬ জানুয়ারি থেকে মহারাষ্ট্রে শুরু হবে জেল পর্যটন : অনিল দেশমুখ

পুণে, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : আবাসিকদের জীবনযাপন এবং জেলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ইতিহাসকে এবার সচক্ষে দেখার সুযোগ এনে দিচ্ছে মহারাষ্ট্র সরকার। আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে রাজ্যে চালু হচ্ছে 'জেল ট্যুরিজম'। পুণের ইয়েরওয়াড়া জেল থেকেই এই কর্মসূচির সূচনা হবে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ। ওই দিন 'জেল ট্যুরিজম'-এর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগপুরে সাংবাদিকদের বলেন, "এই জেলের সঙ্গে অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী এই জেলে ছিলেন।" বৃটিশ সরকার ১৮৩৮ সালে মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, সরদার বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু ও সুভাষচন্দ্র বসুকে বেশ কয়েক মাস ধরে ইয়েরওয়াড়া কারাগারে বন্দী রেখে নির্যাতন চালিয়েছিলেন। আবার ২৬ জানুয়ারি ২০০৮ এ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলা চালানো আজমল কাসাভকে এই কারাগার থেকেই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল।

এই জেলের সঙ্গে কোন ইতিহাস জড়িয়ে আছে তা জানার সুযোগ মিলবে পড়ুয়াদের। জেলের ভিতরে পরিবেশ কী রকম, কয়েদিদের জীবনযাপন-সহ নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনে পড়ুয়াদের এই জেলে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে। জেলের ভিতরে পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে সাধারণ মানুষকেও। ফটোগ্রাফি এবং ভিডিওগ্রাফি করা নিষিদ্ধ করা হবে। জেল ভ্রমণের সময় পুরো সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হবে।

চাক্কা বনধ

আটের পাতার পর

বনধ কর্মসূচি তাঁরা পালন করবেন বলে হুংকার দিয়েছেন সংগঠনগুলির নেতারা।

তাঁরা জানান, অসংগঠিত খণ্ডের আট থেকে নয় লক্ষ চালক কর্মচারীদের সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। গত লকডাউনের কবলে পড়ে কর্মহীন হয়ে পড়া শ্রমিকদের সাহায্য দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন মোটর শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের পদাধিকারীরা। তাঁদের প্রধান দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, যানবাহন কর রেহাই, বহিঃরাজ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে জারি বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেতেই রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ সারলেন অরিন্দম ভট্টাচার্য

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। বিজেপিতে যোগ দিয়েই ওয়াই ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান অরিন্দম ভট্টাচার্য। আর এবার নিরাপত্তা পেতেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

দোরগোড়ায় একুশের নির্বাচন। নির্বাচনের আগে তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি তৃণমূল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিতেই বাড়ল তাঁর নিরাপত্তা। এরই মাঝে এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন অরিন্দম। রাজভবনে কেন এসেছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য এই প্রসঙ্গে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।

উল্লেখ্য,অরিন্দম ভট্টাচার্য্য প্রথমে কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যান। এবার তৃণমূল ছেড়ে ছেড়ে গেরুয়া শিবিরের নাম লেখালেন তিনি। ৪ বছরে ৩টি দল পরিবর্তন করেন অরিন্দম ভট্টাচার্য্য। কয়েকদিন আগেই বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়র উপস্থিতিতে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

দিল্লিতে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান, আটক ২

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিল্লিতে উঠল 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান। শনিবার মধ্যরাতের পর খান মার্কেট মেট্রো স্টেশনের সামনে সেই ঘটনা ঘটেছে। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগে দিল্লিতে দু"জনকে আটক করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার রাত একটা নাগাদ তুঘলক রোড থানার কন্টোল রুমে একটি ফোন আসে। স্থানীয় এবং পথচলতি মানুষরা অভিযোগ করেন, খান মার্কেট মেট্রোর কাছে কয়েকজন লোক 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান তুলছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে সেই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে রীতিমতো উদ্বেগ তৈরি হয়। এমনিতেই রাজপথে কুচকাওয়াজের জন্য ইতিমধ্যে নয়াদিল্লিকে পুরোপুরি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেই নিশ্চিন্দ্র নিরাপত্তার মধ্যেও কীভাবে সেই স্লোগান তোলা হয়েছে, তা নিয়ে স্থানীয়রাও শঙ্কায় পড়ে যান।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যায় পুলিশের একটি দল। সেখান দু"জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলার হদিশ মেলে। জিজ্ঞাসাবাদে সময় দু"জন পুরুষ জানায়, তারা দুটি ইউলু বাইক ভাড়া নিয়েছিল। নিজেদের রেসের জন্য একটির নাম দেয় 'হিন্দুস্তান', অপরটির নাম হয় 'পাকিস্তান'। সেই রেসের প্রেক্ষিতেই স্লোগান দেওয়া হয় বলে দাবি করেছে তারা।

নাম গোপন রাখার শর্তে এক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা বলেন, 'ওরা ইউলু বাইক ভাড়া নিয়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা যায়, বাচ্চাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া গেটের আশপাশে ঘুরতে এসেছিল দুই পরিবার এবং ইউলু বাইক ভাড়া নেয়। তারা রেস শুরু করে এবং দেশের নামে বাইকের নামকরণ করে। তার মধ্যে একটির নাম ছিল পাকিস্তান। দু"দলের হয়ে গলা ফাটানোর জন্য ওরা সেই স্লোগান দিয়েছিল বলে জানিয়েছে তারা।' ঘটনায় এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জয় শ্রী রামকে যারা ভয় পায় তাদের রাজনীতি করা উচিত নয়, কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): নেতাজী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করব। রবিবার এমনটাই জানিয়েছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'জয় শ্রী রামকে যারা ভয় পায় তাদের রাজনীতি করা উচিত নয়'।

প্রসঙ্গত, শনিবার ২৩ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংস্কৃতিমন্ত্রকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইদিন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠতে গেলেই "জয় শ্রী রাম" ধ্বনি ওঠে। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে সরকারি অনুষ্ঠানের একটা শালীনতা থাকা উচিত। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয়। সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠান। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতিমন্ত্রকের কাছে কৃতজ্ঞ কলকাতায় এই অনুষ্ঠান করার জন্য। কিন্তু কাউকে আমন্ত্রণ করে তাঁকে বেইজ্জত করা আপনাদের শোভা দেয় না। আমি এই ঘটনার প্রতিবাদে কোনও বক্তব্য রাখছি না। জয় হিন্দ। জয় বাংলা'।

এর পাল্টা জবাব দিয়ে রবিবার দিলীপ ঘোষ বলেন, 'নেতাজীকে নিয়ে অবশ্যই রাজনীতি করব। কারও বাপের হিম্মত আছে আটকাক। নেতাজি একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন।' এরপরেই মমতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয় শ্রী রাম বলার জন্য লোককে জেলে পাঠায়, পুলিশ দিয়ে পিটাপিটি করিয়েছে, গালি দিয়েছে তাঁর তো এটাই পাওনা আছে। আমার তো খুশি হওয়া উচিত জয় শ্রী রাম বললে, ওরা তো জয় বাংলা বলে, কখনও কী জয় মা কালী কে বলেছে'।

দিলীপবাবুর টিপ্পনী, 'জয় শ্রী রামকে যারা ভয় পায় তাদের রাজনীতি করা উচিত নয়। আমাকে তো প্রতিদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে গো ব্যাক স্লোগান, কালো পতাকা দেখায় আমি তো রিয়্যাক্ট করি না।

রামকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে বিজেপি : ফিরহাদ

কলকাতা, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.): 'রামকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে বিজেপি'। শনিবারের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ঘিরে যে রাজনৈতিক তরজার শুরু হয়েছিল তাকে রবিবার আরও খানিকটা উসকে দিলেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। একইসঙ্গে একহাত নিলেন বিজেপিকে।

এদিন সকালে চেতলায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে গিয়ে পুরমন্ত্রী বলেন, 'নিজেদের সব লাল চুল কানে দুল যুবকদের ঢুকিয়েছিল। এরা ওই জায়গায় প্রবেশের অনুমতি পায় কীভাবে। রামকে রাস্তায় নামিয়ে এনেছে এনেছে এই বিজেপি দল। নোংরা রাজনীতি। যারা কাল এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তারা কোনওভাবেই এই ঘটনার দায় এড়াতে পারে না'।

প্রসঙ্গত, শনিবার ২৩ জানুয়ারি উপলক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে সংস্কৃতিমন্ত্রকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এইদিন মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে উঠতে গেলেই "জয় শ্রী রাম" ধ্বনি ওঠে। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে সরকারি অনুষ্ঠানের একটা শালীনতা থাকা উচিত। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠান নয়। সাধারণ মানুষের অনুষ্ঠান। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতিমন্ত্রকের কাছে কৃতজ্ঞ কলকাতায় এই অনুষ্ঠান করার জন্য। কিন্তু কাউকে আমন্ত্রণ করে তাঁকে বেইজ্জত করা আপনাদের শোভা দেয় না। আমি এই ঘটনার প্রতিবাদে কোনও বক্তব্য রাখছি না। জয় হিন্দ। জয় বাংলা'।

প্রবীণ প্রাক্তন সাংবাদিক পুর্নমিলন ২৬শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে প্রথম বারের মত প্রজাতন্ত্র দিবসে আয়োজিত হতে চলছে প্রবীণ প্রাক্তন সাংবাদিকদের একপুনর্মিলন অনুষ্ঠান। রাজ্যের সাংবাদকতার জগতে যারা আলোকদীপ্ত পদচারণা করেছেন ও কর্তব্যবোধ, নিষ্ঠা এবং দুরদর্শিতার সাথে সাংবাদিকতা করে সাংবাদিকতার নতুন প্রজন্মকে পথ দেখিয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে আগামী ২৬ শে জানুয়ারি আগরতলা প্রেস ক্লাবে বিকেল চারটায় অনুষ্ঠিত হবে পুনর্মিলন সভা। এই সভায় সকল প্রবীণ প্রাক্তন সাংবাদিকদের সানুরাগ উপস্থিতি আমাদেরকে সমৃদ্ধ ও গর্বিত করবে।

জাতীয় কন্যা সন্তান দিবসে টুইট মোদী ও মমতার

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি. স.) : রবিবার জাতীয় কন্যা সন্তান দিবস উপলক্ষে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টুইটে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'জাতীয় কন্যা সন্তান দিবসে আমরা আমাদের দেশ কি বেটিদের সম্মান জানাচ্ছি, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রমাণ করেছেন। মেয়েদের ক্ষমতায়নে কেন্দ্রীয় সরকার একগুচ্ছ প্রকল্প নিয়েছে। তাদের পড়াশোনা থেকে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুযোগ এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া হয়'। যাঁরা মেয়েদের উন্নতির জন্য কাজ করেন, মোদী টুইটে তাঁদেরও প্রশংসা করেছেন।

এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইটে লেখেন, 'আজ জাতীয় কন্যা সন্তান দিবস। বাংলায় কন্যাশ্রী প্রকল্প মেয়েদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করেছে। ২০০৭ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জ এই প্রকল্পকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রথম পুরস্কার দিয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ৬৯ লক্ষ মেয়ে আর্থিক সাহায্য পায়'।

প্রসঙ্গত, ২৪ জানুয়ারির দিনটি জাতীয় কন্যা সন্তান দিবস হিসাবে পালিত হয়। ২০০৮ সালে ভারত সরকার এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রক লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু করে। এই উপলক্ষেই, প্রতি বছর ২৪ জানুয়ারি জাতীয় কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়।

চাইল্ড লইন

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া ঠিক নয়। নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে দেওয়া হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলেও তাদেরকে বোঝানো হয়। শেষ পর্যন্ত নাবালিকার পরিবারের লোকজন বিষয়টি বুঝতে পেরে আপাতত বিয়ে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গেও কথা বলেন। তারাও নাবালিকা কন্যাকে বিয়ে করা থেকে বিরত থাকতে সম্মত হয়।

সোনামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

এবং গাড়ির গ্লাস ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনার পর ওই এলাকায় পার্কিং করে রাখা অন্যান্য গাড়ির মালিকদের মধ্যে ও নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য অনেকেরই বাড়িঘরে গাড়ি রাখার মত গ্যারেজ নেই। গ্যারেজ না থাকায় রাস্তার পাশেই অনেকে গাড়ি পার্কিং করে রাখেন।রাস্তার পাশে পার্কিং করে রাখা গাড়িতে ভাঙচুর চালানোর ঘটনা পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এই কথা বলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। আগরতলা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হয় এই রক্তদান শিবির। শিবিরের উদ্ধোধনি অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ ছাড়াও উপস্থিত ছিলনে খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্যরা।

এইদিনের শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় ব্যাপক উৎসাহ। শিবিরের উদ্ধোধনি অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন রাজ্যে মোট যে জনসংখ্যা রয়েছে তার এক শতাংশ রক্ত দান করলে রাজ্যে রক্তের চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক ইউনিট রক্তদিয়ে তিনজনকে রক্তদান করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। রক্ত বেশিদিন রাখা যায় না। তাই একসাথে অনেকে রক্তদান করলে হবে না। তাই বর্তমান সরকার ক্যালেন্ডার তৈরি করে রক্তদান শিবির করার চিন্তা ভাবনা করছে।

মানিক দে

● প্রথম পাতার পর

কোনো পথ নেই।

শ্রমিকদের কাছে অসম্ভব বলতে কিছু নেই। তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর সাহস বেশি। তারা নিজের উপরই নির্ভর থাকে। সি আই টি ইউ সংগঠনের কর্মী বৃদ্ধির দায়িত্ব নিতে হবে শ্রমিকদের। মানুষের সাথে জন সংযোগ করতে হবে। রাস্তায় নামলে ভয় মুক্ত হয়ে যাবে।

আক্রমণের কাছে মাথা নত করা যাবে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। কিন্তু যারা পুরনো কর্মী আছে শাসক দলের দিকে ঝুঁকি দিচ্ছে তারা চলে গেছে ভাবলে ভুল হবে। তারা রেগার কাজ, সামাজিক ভাতার জন্য ঝুঁকি দিচ্ছে। তাদের উপর আস্থা রাখতে হবে। আগামীদিনের তারা এগিয়ে আসবে। সত্যের দিশা দেখাতে হবে। মিথ্যার উপর বেশি দিন থাকা যায় না। সি আই টি ইউ অফিস থেকে শেষ করা যাবে না। একদিন জয় নিশ্চিত হবে বলে আশা ব্যক্ত করলেন তিনি। এদিন সম্মেলনে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ রাজ্য ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, জীবন চক্রবর্তী, রাজকুমার চৌধুরি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

বাংলাদেশে

● প্রথম পাতার পর

জনের মৃত্যুতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৮ হাজার ২৩ হয়েছে। গত একদিনে বাড়ি ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ৫১৪ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ৪১৩ জন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সপ্তাহান্তে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা সংক্রমণ, মৃত্যুর হার বাড়ল খানিকটা। গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৮৪৯ জন। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১৫৫ জনের। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫,৯৪৮ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৩,১৬,৭৮৬ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪,৮৪৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৬,৫৪,৫৩৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শনিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ১৫৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,৯৪৮ জন। ১৫৫ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৩,৩৩৯ জন। ভারতে এযাবৎ করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,০৩,১৬,৭৮৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০৮ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ১,২৫৪ জন।

াঙ্গন

ভারতের হয়ে ওপেন করতেও ভয় পাবেন না সুন্দর

আরও ভালো করতে হবেএ মন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ারই কথা ওয়াশিংটন সুন্দরের। ব্রিসবেনের পেসবান্ধব উইকেটে টেস্ট অভিষেক হয়েছে সুন্দরের। নিজের প্রথম ইনিংসেই দলকে মহাবিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন ৬২ রানের এক ইনিংস খেলে। কিন্তু তাঁর বাবা এতেও সন্তুষ্ট হননি। তাঁর কথা, সেঞ্চুরিটা করে এল না কেন সুন্দর?

এমন বাবার ছেলে, ওয়াশিংটন নিজেও তাই কম যান না। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের বিকল্প হিসেবে দলে ডাক পেয়েছেন। অফ স্পিনের পাশাপাশি ব্যাটিং দক্ষতাও দেখিয়ে দিয়েছেনমাঝে যে দক্ষতা দেখিয়ে অশ্বিন র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডারও হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু এক ম্যাচেই তো শেষ নয়, টেস্ট দলে জায়গা ধরে রাখার জন্য কতটা আগ্রহী সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন সুন্দর। চাইলে দলের প্রয়োজনে ইনিংস উদ্বোধন করতেও রাজি এই স্পিনার।

ভারতের অস্ট্রেলিয়া জয়ের অনেক নায়কই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। নিয়মিত অধিনায়ক বিরাট কোহলির অনুপস্থিতিতেও সিরিজ জেতার পেছনে অজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বগুণ দেখছেন সবাই। কেউ আবার রাহুল দ্রাবিড়ের পাঠানো পরামর্শ নিয়ে মেতেছেন। তবে হঠাৎ করেই ভারতের সব তরুণ ক্রিকেটারের এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠা এবং হার না মানার মানসিকতার পেছনের ব্যক্তিটি কিন্তু অন্য একজনকোচ রবি শাস্ত্রী। ড্রেসিংরুমে তরুণ ক্রিকেটারদের দৃঢ়চেতা ও নিবেদিত হতে শেখাচ্ছেন শাস্ত্রী। সবাইকে নিজের সাহসের ও লড়াইয়ের গল্প শোনাচ্ছেন। পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুন্দর জানিয়েছেন, কীভাবে তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলছে শাস্ত্রীর গল্প, 'ভারতের হয়ে যদি কখনো টেস্টে ওপেন করার সুযোগ পাই, তবে সেটাকে আশীর্বাদ বলেই ধরে নেব। আমি এই চ্যালেঞ্জ অবশ্যই গ্রহণ করব, ঠিক যেভাবে আমাদের কোচ রবি তাঁর ক্যারিয়ারে করেছিলেন। তাঁর সময়কার অনুপ্রেরণাদায়ী গল্প শোনান রবি স্যার। কীভাবে তিনি বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে দলে জায়গা পেয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডে টেস্ট অভিষেকে ৪ উইকেট পেয়েছিলেন এবং দশে নেমে ব্যাট করেছিলেন। সেখান থেকেই পরে তিনি টেস্টে ইনিংস উদ্বোধন করেছেন এবং ওই যুগের দুর্দান্ত সব ফাস্ট বোলারের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তাঁর মতো আমিও টেস্টে ইনিংসের উদ্বোধন করতে চাই।'

একমাত্র টেস্টে ওপেনিংয়ে নামতে হয়নি সুন্দরকে। তবে ফাস্ট বোলারদের ঠিকই মুখোমুখি হয়েছেন। প্যাট কামিন্স, জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্কদের সামলেই প্রথম ইনিংসে ৬২ রান করেছেন। আবার দ্বিতীয় ইনিংসে মহাগুরুত্বপূর্ণ সময়ে নেমে দ্রুত ২২ রান এনে দিয়েছেন। এর মাঝে কামিন্সের বলে একটা ছক্কাও ছিল। সে ছক্কায় ভাগ্যকে পাশে পেয়েছেন, কিন্তু কামিন্সের বাউন্সারে ভয় না পেয়ে হুক করার চেষ্টাও কম কী!

অবশ্য ব্যাটিং সুন্দর ভালোই করেন। অনূর্ধ-১৯ পর্যায় পর্যন্ত টপ অর্ডারেই খেলতেন।

ভারতের বয়সভিত্তিক দলে তাঁর ব্যাটসম্যান পরিচয়টাই বড় ছিল। কিন্তু পরে অফ স্পিনকে মূল অস্ত্র বানিয়ে আইপিএলেও সে সুবাদে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে জায়গা করে নিয়েছেন। ব্রিসবেনে পাওয়া আত্মবিশ্বাস তাঁকে ব্যাটিং নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। প্রথম শ্রেণিতে ব্যাটিংয়ে ৩২ গড়টাও আরেকটু উন্নত করতে চাইছেন সুন্দর। আর অনুপ্রেরণা খুঁজতে তাঁকে তো খুব বেশি দূর যেতে হচ্ছে না, 'তরুণ ক্রিকেটার হিসেবে আমি যখন অনুপ্রেরণা খুঁজতে চাই, ড্রেসিংরুমেই অনেককে পেয়ে যাই। এখানে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, অজিঙ্কা রাহানে, অশ্বিন আছেন, যাঁরা অসাধারণ। আপনি এঁদের অনুসরণ করলেই চলবে, তাঁরা সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।'

গ্যাবায় অস্ট্রেলিয়ার ৩২ বছর অপরাজিত থাকার রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে শুবমান গিল ও ঋষভ পন্তের ব্যাটিং এতে মূল ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু প্রথম ইনিংসে সুন্দর ও শার্দূল ঠাকুর ওভাবে দাঁড়িয়ে না গেলে এমন কিছু অর্জন সম্ভব হতো না। নিজের ব্যাটিংসত্তা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন, সেটা আরেকবার জানালেন সুন্দর, 'আমি জানতাম পন্ত অন্য প্রান্তে আছে (দ্বিতীয় ইনিংসে), তাই বোলাররা খুব চাপের মধ্যে থাকবে। আমরা যদি দ্রুত ২৫ বা ৩০ তুলে ফেলতে পারি, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। প্রথম ইনিংসে শার্দূলও আমাদের জুটির সময়টায় দারুণ খেলেছে।'

ব্রিসবেনে তাঁর ব্যাটিং-বীরত্ব নিয়ে গল্পগাথা লেখা হবে, কিন্তু সুন্দর জানেন ভারতের টেস্ট দলে জায়গা করতে হলে বোলিংই তাঁর মূল অস্ত্র। এত দিন টি-টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট হিসেবে পরিচিত হওয়া সুন্দর এবারের সফর থেকে পাওয়া শিক্ষা কাজে লাগাতে চান। অস্ট্রেলিয়া সফরে শুধু সাদা বলে খেলার কথা ছিল তাঁর। পরে দলের প্রস্তুতিতে সাহায্যের জন্য নেট বোলার হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছিল সুন্দর ও টি নটরাজনকে। কিন্তু ভাগ্য তাঁদের দুজনের সামনেই টেস্ট অভিষেকের পথ খুলে দেয়। রবীন্দ্র জাদেজা ও অশ্বিনের চোটের সুযোগে শুধু অভিষেকেই হয়নি, ভারতের জয়ের অন্যতম নায়কও বনে গেছেন সুন্দর।

নেটে লাল বল হাতে সময় কাটানোটা যে কত কাজে লেগেছে, সেটা জানিয়েছেন এই অফ স্পিনার, 'আমাকে টেস্টের জন্য থেকে যেতে বলাটা আমার দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করেছে। তবে আমাদের পরিকল্পনা ও বোলিং কোচ ভরত অরুণ স্যারের পরামর্শ বেশি কাজে লেগেছে। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে যেহেতু পেস বেশি থাকে, আমার বলে অনেক বেশি ওভারস্পিন দিতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আপনি বল ধীরগতিতে বাতাসে ছাড়তে পারবেন না এবং সেখানে মূল পরিকল্পনা হলো যত দ্রুত সম্ভব ওপর থেকে ফেলা। এতে উইকেট থেকে বেশি গতি পাওয়া যায় এবং আমি সেটাতেই মনোযোগ দিয়েছি। ব্রিসবেনে উইকেটে স্পিনারদের জন্য কিছু ছিল না। কিন্তু স্টিভ স্মিথকে টেস্টে প্রথম শিকার হিসেবে পাওয়াটা স্বপ্ন পূরণের মতো ঘটনা।'

সিডনিতে অজিদের সঙ্গে লিফটেও উঠতে দেওয়া হয়নি রাহানেদের! বিস্ফোরক অশ্বিন

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: দলের একাধিক খেলোয়াড়ের চোট আঘাত। সেই পরিস্থিতিতেও অস্ট্রেলিয়ার (জ্ঞন্তঠখন্থখ) বিরুদ্ধে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সিরিজ জিতে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া টৈত্রখদ্ব জজদ্রত্থখ)। ভারতীয় ক্রিকেটারদের হার না মানা মনোভাব প্রশংসা কুড়িয়েছে গোটা বিশ্বের। ক্রিকেট হোক বা স্লেজিং অজিদের চোখে চোখ রেখে কথা বলেছেন রাহানেরা। শুধু মাঠের ভিতরে নয়, মাঠের বাইরেও টিম ইন্ডিয়াকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেকথাই এবার ফাঁস করলেন ভারতীয় দলের স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। জানালেন একই বায়ো বাবলে থাকা সত্ত্বেও অজি ক্রিকেটারদের সঙ্গে লিফটে যাতায়াতও করতে দেওয়া হয়নি ভারতীয় ক্রিকেটারদের। এই ধরনের আচরণে আহত হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা।

করোনা আবহেই অস্ট্রেলিয়া সফরের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু অজি প্রশাসন কঠোর কোয়ারেন্টাইন বিধি জারি করে ভারতীয় দলের উপর। সিডনি টেস্টের সময় থেকে যা আরও কঠোর হয়। এই প্রসঙ্গে জানাতে গিয়েই অশ্বিন বলেন, "সিডনি পৌঁছতেই আমাদের উপর একাধিক কোভিড বিধি জারি করা হয়। সিডনিতে আশ্চর্যজনক একটি ঘটনাও ঘটে। ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া দু'দলই একই বায়ো বাবলে ছিল। অথচ লিফটে অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতীয় দলের কাউকে কখনওই উঠতে দেওয়া হয়নি। "

এরপরই তিনি যোগ করেন, "আমাদের সত্যিই খুব খারাপ লেগেছিল। আমরা একই বায়ো বাবলে রয়েছি, কিন্তু একই লিফটে উঠতে পারব না। এটা হজম করতে পারিনি আমরা। "

এদিকে, আরও একবার অজি অধিনায়ক টিম পেইনকে খোঁচা দিলেন অশ্বিন। আর শ্রীধরের সঙ্গে ইউটিউব চ্যাটে তিনি বলেন, "পেইন গাব্বা টেস্টের সেকেন্ড ইনিংসে পন্থের স্ট্যাম্পিং মিস করেছে। এরপরই আমার ওকে পছন্দ হতে শুরু হয়েছে। কারণ পেইনই আমাদের ব্রিসবেনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আর পন্থের স্ট্যাম্পিং মিস করে দুর্দান্ত আয়োজকের মতো কাজও করেছে। "

রুট উপড়ে গলে জাঁকিয়ে বসল শ্রীলঙ্কা

প্রথম ইনিংসে ওশাদা ফার্নান্দো কোনো রান করেননি। জিমি অ্যান্ডারসনের বলে অসহায় আত্মসমর্পণের আগে চারটি বলই খেলেছেন। কিন্তু আজ তৃতীয় দিনটায় ফার্নান্দোকে ঘিরে যদি উল্লাস করে শ্রীলঙ্কা, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

পুরো দিন ধরে শ্রীলঙ্কাকে জ্বালিয়ে মেরেছেন জো রুট। গলের উইকেটে অন্য ইংলিশ ব্যাটসম্যানরা যখন বাঁহাতি স্পিনার লাসিথ এমবুলদেনিয়ার বলে হার মেনে একে একে ফিরে গেছেন, সেখানে রুটকে দেখেই শুধু মনে হয়েছে, এ উইকেটে রান নেওয়া সম্ভব। সেই রুটকে রানআউট করে দিয়েছেন ফার্নান্দো। ইংলিশ অন্য দুই ব্যাটিং ভরসা জনি বেয়ারস্টো ও বাটলারের ক্যাচটাও এই ফার্নান্দোর হাতেই গেছে।

দিনের শেষ বলে রুটের বিদায় নেওয়াটাই শ্রীলঙ্কাকে এগিয়ে দিল গলে। ৯ উইকেটে ৩৩৯ রানে দিন শেষ হয়েছে সফরকারী ইংল্যান্ডের। এখনো ৪২ রানে পিছিয়ে থাকা ইংল্যান্ডের হয়ে ব্যবধান কমানোর দায়িত্বটা কাল শূন্য রানে অপরাজিত জ্যাক লিচ ও নামার অপেক্ষায় থাকা অ্যান্ডারসনের।

দিনের শেষ বলটাই যত ঝামেলা করল। দিলরুয়ান পেরেরার বলটা লেগে ঠেলে প্রান্ত বদলের চিন্তা ছিল রুটের। কিন্তু শর্ট লেগে থাকা ফার্নান্দো ঠিকই বলটা ধরে ফেললেন। ধরেই ছুড়ে মারলেন স্টাম্পে। রুট রান নেওয়ার জন্য বেরও হননি। শুধু অফ স্টাম্পের বাইরের বল লেগে খেলতে গিয়ে যতটুকু পা নাড়াতে হয়, ওটুকুই তাঁর কাল হলো। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা রুট ফেরার জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি। ১৮৬ রানেই শেষ হলো রুটের লড়াই।

প্রথম টেস্টেই টের পাওয়া গিয়েছিল, সফরকারীদের হয়ে যতটুকু লড়ার সব অধিনায়ককেই লড়তে হবে। সেই টেস্টেও প্রথম ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি করে দলকে বড় লিড এনে দিয়েছিলেন রুট। এবার ১৪ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি পাননি। কিন্তু লড়াইয়ে এবারও তিনি একাই ছিলেন। গতকাল তাঁর সঙ্গে দিন শেষ করা বেয়ারস্টো (২৮) আজ আর ৪ রান করেই বিদায় নিয়েছেন। ৯৭ রানের পঞ্চম উইকেট জুটিতে জস বাটলার এনে দিয়েছেন ৫৫ রান। এরপর শুধু ডম বেসকেই সঙ্গী হিসেবে পেয়েছেন রুট। এই অফ স্পিনারের সংগ্রহও কেবল ৩২ রান।

প্রায় নিখুঁত এক ইনিংসেই ইংল্যান্ডকে দিনের শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে রেখেছিলেন রুট। স্পিন উইকেটে কীভাবে খেলতে হয়, সেটার চূড়ান্ত প্রদর্শনী রেখেছেন। যে উইকেটে বাটলার বাদে অন্যদের রীতিমতো ঘাম ঝরেছে, সেখানেই কী দারুণ সাবলীল ব্যাটিং তাঁর। না হলে এমবুলদেনিয়া আজ শ্রীলঙ্কাকে বড় এক লিড এনে দেওয়ার পণই যেন করেছিলেন।

রুটকে তো কেউ আউট করতে পারেননি। আর বাটলারকে বোকা বানিয়েছেন অভিষিক্ত রমেশ মেন্ডিস। বাদবাকি সব উইকেট নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন এমবুলদেনিয়া। ১৩২ রানে ৭ উইকেট তাঁর ক্যারিয়ারসেরা। আগামীকাল বাকি উইকেটটাও বুঝে নিতে পারলেই গলে প্রথম বোলার হিসেবে এক ইনিংসে ৮ উইকেট প্রাপ্তির ঘটনা দেখা যাবে। যে মাঠ মুত্তিয়া মুরালিধরন ও রঙ্গনা হেরাথদের ব্যক্তিগত সম্পদ বনে গিয়েছিল, সে মাঠে এক অনন্য কীর্তি তো বটেই।

রাহুল দ্রাবিড়ের সেই 'ই—মেইল' যেন ভারতীয় স্পিন খেলার উপায়

আর কদিন পরেই ভারত সফরে আসছে ইংল্যান্ড। এমনিতেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুর্দান্ত এক সিরিজ জয় ইংলিশদের বিপক্ষে ভারতকে মানসিকভাবে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে, তার ওপর নিজেদের আঙিনায় খেলা। ঘরের মাঠে সব সময়ই দারুণ দল ভারত। তাই সিরিজটা যে ইংল্যান্ডের জন্য চ্যালেঞ্জের হতে যাচ্ছে, এ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ভারত সফরে বরাবরের মতো এবারও ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের মূল মাথাব্যথার কারণ হবেন স্পিনাররা। রবিচন্দ্রন অশ্বিনের সঙ্গে প্রথম দুই টেস্টের দলে আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, কুলদীপ যাদব ও অক্ষর প্যাটেলের মতো স্পিনাররা। তাই ভারতের মাটিতে জো রুটদের কাজটা যে কঠিনই হতে যাচ্ছে, এটা বলাই যায়। সাবেক ইংল্যান্ড তারকা কেভিন পিটারসেনও তা—ই মনে করেন। সে কারণেই ইংলিশ ক্রিকেটারদের জন্য তিনি অবশ্য পাঠ্য ঠিক করে দিয়েছেন। আর সেটি হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের এক ই-মেইল!

২০১৪ সালে প্রকাশিত পিটারসেনের আত্মজীবনীতে সেই ইমেইলের কথা জানা যায়। মেইলটি ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি নিজেই পাঠিয়েছিলেন পিটারসেনকে। এক ভারত সফরে পিটারসেন যখন ভারতীয় স্পিনারদের বলে নাকাল, তখন দ্রাবিড় সেই মেইলে পিটারসেনকে ভারতীয় স্পিনারদের সামলানোর উপায় বাতলে দিয়েছিলেন। দুই পৃষ্ঠার বিশাল সেই ই—মেইলে দ্রাবিড় স্পিন খেলার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ভারতে আরও একটি সফরে যাওয়ার আগে পিটারসেন তাই সেই মেইল হালের ইংলিশ ক্রিকেটারদের ভালোভাবে পড়ে

শ্রীলঙ্কায় এ মুহূর্তে টেস্ট খেলছে ইংল্যান্ড। গলে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি ভালোভাবে জিতলেও দলের দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি আর ডম সিবলি লঙ্কান স্পিনারদের বিপক্ষে রীতিমতো দিশেহারা। শুক্রবার থেকে একই মাঠে শুরু হওয়া দ্বিতীয় টেস্টেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। শ্রীলঙ্কায় এমন পারফরম্যান্সের পরেও আসছে ভারত সফরে ইংল্যান্ড দলে টিকে গেছেন এই দুই ওপেনার। এখন লঙ্কান স্পিনারদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেওয়া দুই স্পিনার ভারত সফরে গিয়ে স্পিনারদের বিপক্ষে কী করবেন, সেটি নিয়ে দুশ্চিন্তা পিটারসেনের হওয়া স্বাভাবিকই। সাবেক এই ইংলিশ ক্রিকেটার তাই ক্রলি আর সিবলিকে পরামর্শ দিয়েছেন, ভারত সফরের আগে তাঁকে একসময় দ্রাবিড়ের পাঠানো সেই বিখ্যাত ই—মেইল তাঁরা যেন ভালোভাবে পাঠ করে ভারতে পা রাখেন।

সেই মেইলে দ্রাবিড় পিটারসেনকে বলেছিলেন, 'দেখো, অনিল কুম্বলের বল খেলে আমি বড় হয়েছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলি, যারা একটু জোরের ওপর স্পিন করে, তাদের বিপক্ষে সামনে পা বাড়িয়ে খেলাই নিরাপদ। এর মানে এই নয় যে হুটহাট জোরের ওপর করা স্পিনে পা বাড়িয়ে বসে থাকতে হবে।'

দ্রাবিড় সেই মেইলে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছিলেন পিটারসেনকে, যেটি সারা জীবন মনে রেখেছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' বলেছিলেন সে সময়কার দুই ইংলিশ স্পিনার মন্টি পানেসার ও গ্রায়েম সোয়ানের বিপক্ষে প্যাড না পরে অনুশীলন করতে। এখন পিটারসেন চান ইংলিশ ক্রিকেটাররাও সেটি করুক, যাতে ভারত সফরে গিয়ে দুর্দান্ত ভারতীয় স্পিনারদের বিপক্ষে তাঁদের কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ভারতের প্রথম টেস্ট ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। খেলা হবে চেন্নাইয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজ জিতে ভারতীয় ক্রিকেটাররা এরই মধ্যে দেশে ফিরেছেন। তাঁরা এখন বেশ তারিয়ে উপভোগ করছেন ছুটি, পরিবারের সঙ্গ। ২৭ জানুয়ারি থেকে অনুশীলন ক্যাম্পে পৌঁছেই জৈব সুরক্ষা বলয়ে ঢুকে যেতে হবে। ইংলিশ দলও একই দিনে ভারত পৌঁছাবে।

লিফটেও চড়তে পারেননি ভারতীয় ক্রিকেটাররা!

ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ হবে, আর সেখানে বল-ব্যাটের লড়াই ছাড়াও অন্য কিছুর লড়াই হবে না, তা কি হয়? বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম দুই পরাশক্তির লড়াই মানে অন্য মাত্রার স্নায়ুযুদ্ধও বটে।

এবারই যেমন, মাঠের লড়াইয়ের বাইরে আলোচনায় ছিল অনেক কিছুই। এমনিতেই করোনাকালে জৈব সুরক্ষা নিয়ে বাড়তি কড়াকড়ি ছিল, ভারত—অস্ট্রেলিয়া সিরিজে তো সেসব কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্তই মনে হয়েছে ভারতীয় দলের সদস্যদের। বিশেষ করে ব্রিসবেনে শেষ টেস্টের আগে কুইন্সল্যান্ড সরকারের বাড়ি কোয়ারেন্টিন—নির্দেশনা ভারতীয় দলের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ব্যাপার এমন দাঁড়িয়েছিল যে টেস্টটা শেষ পর্যন্ত ভারত খেলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়াতে বিদেশি দল সিরিজ খেলতে গেলে যা হয়, সেই কথার লড়াই তো ছিলই। টিম পেইনের অতিকথনও অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়েছে। পেইনের সঙ্গে তো রীতিমতো কথার লড়াইয়েই মেতেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তবে সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল সিডনি ও ব্রিসবেনে ভারতীয় ক্রিকেটারদের নিয়ে গ্যালারির দর্শকদের বর্ণবিদ্বেষী কটূক্তি।

তবে সিরিজে জৈব সুরক্ষার নামে কিছু জিনিস যে ভারতীয় দলকে 'অপমান' করার জন্যই করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে রীতিমতো বোমাই ফাটিয়েছেন স্পিনার অশ্বিন। তিনি জানিয়েছেন, গোটা সিরিজেই রীতিমতো বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাঁরা। সিডনিতে দুই দলকে একই জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে থাকতে হলেও একই লিফটে কখনো দুই দলের খেলোয়াড়দের চাপতে দেওয়া হয়নি। যে লিফটে স্মিথ-ওয়ার্নাররা উঠতেন, সেটায় চাপতে পারতেন না অশ্বিন-রাহানেরা।

অশ্বিন সোজাসাপ্টাই বলেছেন, এমন বৈষম্যমূলক ব্যবহার হজম করা কষ্টকর, 'আমরা যখন সিডনিতে পৌঁছালাম, তখন আমাদের যথারীতি কোয়ারেন্টিনে রাখা হলো অনেক কড়াকড়ি করে। তবে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে সিডনিতে। সত্যি বলতে কি, অবিশ্বাস্যই বলা চলে। ভারত, অস্ট্রেলিয়াদুই দলের খেলোয়াড়েরাই একই জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়েরা যখন লিফটের মধ্যে থাকত, ভারতের কাউকে সে লিফটে উঠতে দেওয়া হতো না!'

ভারতের ফিল্ডিং কোচ আর শ্রীধরের ইউটিউব চ্যানেলে এই অবিশ্বাস্য ঘটনা তুলে ধরেছেন অশ্বিন। জানিয়েছেন, এমন ব্যবহারে বেশ কষ্টই পেয়েছিলেন তাঁরা, 'এসব মানা যায়? আমাদের অনেক খারাপ লেগেছে তখন। আমরা একই জৈব সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে আছি। আমাদের হজম করতে অনেক কষ্ট হয়েছে ব্যাপারটা। আপনি লিফটে চাপছেন ঠিকই কিন্তু আরেকজনের সঙ্গে লিফটে চাপতে পারছেন না, যে কিনা আপনার মতোই একই জৈব সুরক্ষা বলয়ের বাসিন্দা।'

এ কারণেই কি না, সিডনিতে ভারতকে উদ্ধার করার চোয়ালবদ্ধ সংকল্প দেখা গিয়েছিল অশ্বিনদের মধ্যে। অশ্বিন আর হনুমা বিহারী মিলে একরকম হারতে থাকা টেস্টটা ড্র করে ফিরেছিলেন। সে টেস্টেও উইকেটের পেছনে থাকা অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের সঙ্গে অনেক কথার লড়াই হয়েছিল অশ্বিনের। সিডনিতে অশ্বিনকে আরও অনেক কটু কথা বলেছিলেন পেইন। এই জুটির ব্যাটিংয়ের সময় পেইন নিজের মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। তিনটি ক্যাচ ফেলা এই অধিনায়ক অশ্বিনকে খোঁচা মেরে বলেছিলেন, 'ভারতে আমার বন্ধুসংখ্যা তোমার চেয়ে বেশি।' সে ম্যাচে প্রকাশের অযোগ্য ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন পেইন। সে জন্য অবশ্য ম্যাচ শেষে ক্ষমাও চাইতে হয়েছে তাঁকে।

শুধু লিফট-কাণ্ডই নয়, গোটা সিরিজে আরও অনেক ব্যাপারে বৈষম্যের কথা তুলে ধরেছেন ভারতীয়রা। সিডনিতে তৃতীয় টেস্ট খেলে ব্রিসবেনে ভারত উঠেছিল সোফিটেল নামের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে। চতুর্থ টেস্টের ভেন্যু গ্যাবা থেকে চার কিলোমিটার দূরের হোটেলটাকে নাকি ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে ঠিক 'জেলখানা' মনে হয়েছিল তখন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় দলের এক সদস্য সেবার জানিয়েছিলেন, 'বিছানা করতে হচ্ছে নিজেদের, পরিষ্কার করতে হচ্ছে টয়লেটও। খাবার এসেছে কাছের এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ থেকে, যেগুলো আমাদের ফ্লোরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমরা এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে যেতে পারিনি। পুরো হোটেল খালি পড়ে থাকলেও আমরা সুইমিংপুল ব্যবহার করতে পারিনি। হোটেলের সব ক্যাফে ও রেস্তোরাঁও বন্ধ ছিল।'

অশ্বিনের কথাটা বিতর্ককে আরও উসকে দেবেএটা নিশ্চিত।

আয়ের নিরিখে রোহিত-ধোনিকে টপকে গেলেন নাইটদের এই বিদেশি তারকা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: আর মাত্র কয়েক মাসের অপেক্ষা। ফের একবার বসতে চলেছে জজঞ্ঝজ্র-এর আসর। এবার হয়তো দেশের মাটিতেই আয়োজন হবে তা। দলে কোন খেলোয়াড়কে রাখা হবে, কাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, ইতিমধ্যে সেই তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। দুবাইয়ে আয়োজিত আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্স না করলেও প্যাট কামিন্সকে দলে রেখে দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্সও যা নিয়ে অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছেন। তবে এর ফলে কিন্তু রোহিত শর্মা এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির মতো তারকাকেও পেছনে ফেলে দিয়েছেন অজি ফাস্ট বোলার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং চেন্নাই সুপার কিংস অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি দু'জনেই আইপিএলের নামী তারকাদের মধ্যে অন্যতম। তবে আইপিএল প্রতি তাঁদের আয় বছরে ১৫ কোটি টাকা। কারণ ২০১৮ সালেই বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল প্রথম যে খেলোয়াড়কে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেবে, তাঁকে বছর ১৫ কোটি টাকা দিতে হবে। অন্যদিকে, ২০২০ সালের আইপিএলের আগে অনুষ্ঠিত নিলামে দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর কামিন্সকে ১৫.৫ কোটি টাকায় কিনে নেয়। এবারের আইপিএলের আগেও তাঁকে দলে রেখে দেওয়ার ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত নেয় নাইট শিবির। আর এই কারণেই রোহিত-ধোনির থেকেও বেশি টাকা পেতে চলেছেন তিনি। যদিও গত আইপিএলে একদমই ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেননি কামিন্স। ১৪ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১২টি উইকেট। এর মধ্যে শেষ ছ'টি উইকেট পেয়েছিলেন গ্রুপ লিগের অন্তিম দুই ম্যাচে।

তবে রোহিত শর্মা এবং ধোনিকে টপকালেও আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামী খেলোয়াড় কিন্তু ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিই। তিনি প্রতিবছর আইপিএল খেলার জন্য ১৭ কোটি টাকা পান। অর্থাৎ এখন আগামী নিলামে কেউ এই টাকার বেশি অর্থ পেলে তবে ভাঙবে বিরাটের রেকর্ড।

সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নন রোনাল্ডো! চেক ফুটবল সংস্থার টুইটে বিতর্ক

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: কয়েকদিন আগেই ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে পেশাদার ফুটবলে সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার রেকর্ড গড়েছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ভেঙেছিলেন জোসেফ বিকানের ৭৫৯ গোলের রেকর্ড। তবে রোনাল্ডোর এই রেকর্ড গড়ার বিষয়টিই মানতে নারাজ চেক প্রজাতন্ত্রের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, ৭৫৯টি নয়, বিকানের মোট গোলসংখ্যা ৮২১টি। টুইট করে বিষয়টি জানানো হয়েছে তাদের তরফ থেকে।

এর আগে গত ২০ জানুয়ারি নাপোলিকে হারিয়ে ফের ইটালিয়ান সুপার কাপ জিতে নেয় জুভেন্তাস। ইটালিয়ান ফুটবলে এটি রোনাল্ডোর চতুর্থ খেতাব। আর এই খেতাব জয়ের ম্যাচেই তিনি অনন্য কীর্তির মালিক হন। ফাইনালে জুভেন্তাসের দুটি গোলের প্রথমটি আসে রোনাল্ডোর পা থেকেই। যা কিনা পেশাদার ফুটবলে ক্রিশ্চিয়ানোর ৭৬০ তম গোল। ফিফার হিসেবে এই মুহূর্তে রোনাল্ডোই বিশ্বের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা। ফিফার হিসেবে বিকান পেশাদার ফুটবলে ৭৫৯টি গোল করেছিলেন। কিছুদিন আগেই ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের ৭৫৭টি গোলের রেকর্ড ভেঙেছিলেন সিআর সেভেন। পেশাদার গোলের নিরিখে এই মুহূর্তে তৃতীয় স্থানে পেলে। এদিকে, রোনাল্ডোর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছেন। তাঁর গোল সংখ্যা ৭৪২। যদিও মেসি রোনাল্ডোর থেকে প্রায় ২০০টি ম্যাচ কম খেলেছেন।

কিন্তু রোনাল্ডোর এই রেকর্ড ভাঙার বিষয়টিই মানতে নারাজ চেক প্রজাতন্ত্রের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা। টুইটে তারা লেখে, "চেক ফুটবল সংস্থার ইতিহাস এবং পরিসংখ্যান কমিটির গণনা অনুযায়ী, কিংবদন্তি জোসেফ বিকানের গোলসংখ্যা ৮২১টি। " এরপরই এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। আরেক কিংবদন্তি ফুটবল সম্রাট পেলেও দাবি করেছেন, কেরিয়ারে তিনি ১২৮৩টি গোল করেছেন। ফলে এই নিয়ে বিতর্ক কমার বদলে আরও বাড়ল, এমনটাই মনে করছে ফুটবল মহল।

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে এখন ধুম চলছে ভারতীয় পতাকা ক্রয়ের। ছবি-নিজস্ব।

এইপ্রথম, প্রজাতন্ত্র দিবসে কুচকাওয়াজে থাকছে শ্রম দফতরের ট্যাবলো

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.): এ বছরের প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে থাকছে শ্রম দফতরের। প্রথমবারের এই ট্যাবলোতে স্থান পেতে চলেছে করোনার কোপে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের অদম্য লড়াইয়ের প্রতি সম্মান জ্ঞাপন এবং তারই সঙ্গে রাজনৈতিক বার্তা। ট্যাবলোর থিম সাজানো হয়েছে হার্ড হ্যাট ও সেফটি গিয়ার পরিহিত শ্রমিকদের নিয়ে। সঙ্গে থাকছে স্লোগান, ‘মেহনত কো সম্মান। অধিকার এক সম্মান।’ অর্থাৎ, শ্রমের জন্য সম্মান, সকলের সমানাধিকার।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার জানিয়েছেন, ‘ট্যাবলোর নকশায় শ্রমিকদের ভালো থাকা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।’

এদিকে, শ্রম দফতরের এক মুখপাত্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণের ঠিক পরেই চালু হতে চলেছে নতুন শ্রমনীতি, যার মূল লক্ষ্য হল অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধীনে আনা। শ্রমনীতির শর্তাবলী চূড়ান্ত করতে চলতি সপ্তাহে সংশ্লিষ্ট সব দফতরের সঙ্গে শেষ পর্যায়ের আলোচনা সম্পূর্ণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সোমবার করিমগঞ্জে ভোটার দিবস

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার করিমগঞ্জে ভোটার দিবস পালন করা হবে। এ উপলক্ষ্যে ভোটার সচেতনতার লক্ষ্যে সকাল সাড়ে দশটায় এক শোভাযাত্রা শহরে বের করা হবে।

সরকারি সূত্রে এই খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, জেলাশাসকের কার্যালয় থেকে এই শোভাযাত্রা শুরু হয়ে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে এসে শেষ হবে। এর পর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি শহরের রবীন্দ্র সদন কলেজ এবং বিশাল মেগা মার্ট পয়েন্টে পথনাটিকা অর্থাৎ ফ্ল্যাশ মব-এর আয়োজন করা হয়েছে। জেলার কলেজগুলোতেও দিবসটি পালন উপলক্ষ্যে ভোটার সচেতনতা সম্পর্কিত নানা কার্যসূচি হাতে নিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলার প্রতিটি রাজস্ব সার্কল এলাকায় অনুরূপ কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছে সরকারিভাবে।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে হেরিটেজ পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ৭২তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ সন্ধ্যায় আগরতলা হেরিটেজ পার্কের মুক্তমঞ্চে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব অভিষেক চন্দ্রা, দপ্তরের সহঅধিকর্তা বিপুল দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্পীগণ লেবাংবুমানি নৃত্য, যন্ত্রানুসংগীত, ককবরক, বাংলা ও হিন্দি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন। চন্দ্রব্যূহ ব্যাণ্ডও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে।

কৈলাসহরে নেতাজী জন্মজয়ন্তি উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৈলাসহরে গতকাল নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রীভূমির শিল্পীগণ প্রভাতফেরি করেন ও শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেন। জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সকালে নেতাজি কর্নারে অনুষ্ঠিত হয় মূল অনুষ্ঠান। নেতাজীর মর্মর মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন জেলাশাসক তাপস রায়, মহকুমা শাসক শান্তিরঞ্জন চাকমা, স্থানীয় পুর পরিষদের ডেপুটি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তাপস সিনহা সহ বিশিষ্টজনেরা। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলাশাসক তাপস রায়। পরে নেতাজীর দেশপ্রেম, জীবন ও কর্মধারার উপরে আলোচনা করেন জেলাশাসক তাপস রায় ও জেলা প্রাক্তন সৈনিক লিগের সভাপতি হিমাংশু শেখর সোম।

২৭ জানুয়ারি থেকে অসমে ধারাবাহিক চাক্কা বনধ

গুয়াহাটি, ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে অসমে ধারাবাহিক চাক্কা বনধ-এর ডাক দিয়েছে মোটর শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ। সরকার তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণ না করার প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ ধারা চাক্কা বনধ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। এছাড়া এর পরও সরকার যদি সংগঠনগুলির দাবি মেনে নেয় তা-হলে আসন্ন বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিন ৪৮ ঘণ্টার চাক্কা

ছয়ের পাতায় দেখুন

উধারবন্দের আরএসটিসিতে জাতীয় শিশুকন্যা সুরক্ষা দিবস উদযাপন

উধারবন্দ (অসম), ২৪ জানুয়ারি (হি.স.) : জাতীয় শিশুকন্যা সুরক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে কাছাড় জেলার সমাজ কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’, যোজনার অধীনে উধারবন্দ আবাসিক বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (আসএসটিসি) রবিবার আর্থিক দিক থেকে পশ্চাদপদ এবং মেধাবী ছাত্রী সহ আরএসটিসির পাঁচ ছাত্রীকে পাঁচ হাজার টাকার চেক নান্দনিক প্রীতি উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে অতিরিক্ত জেলাশাসক ললিতা রংপিপি কন্যা সন্তাদের কীভাবে সমাজে অবহেলিত হচ্ছে তার ওপর দৃষ্টিপাত করেন। এছাড়া সমাজে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্যের তথ্য সমেত চিত্র তুলে ধরেন তিনি। ললিতা রংপিপি শিক্ষা বিকাশের মাধ্যমে কন্যা সন্তানের সমান অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

জেলা প্রোগ্রাম অফিসার তথা আবাসিক কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক পাপড়ি ভট্টাচার্য আবাসিক কেন্দ্রগুলোতে পাঠ দান প্রক্রিয়ার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। উধারবন্দের বিধায়ক মিহির কান্তি সোম আরএসটিসির ছাত্রীদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন বলে জানান পাপড়ি ভট্টাচার্য। অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজীব রায় বলেন, শিক্ষার সম বিকাশের মাধ্যমে সরকারের ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ যোজনা কার্যকর করে বর্তমান সময়ের মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান পেতে সক্ষম হচ্ছেন। তিনি বলেন, আজ সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীতে মেয়েদের ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরি করার সুযোগ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশ সুরক্ষার কাজে আজ মেয়েরাও যোগদান করছেন। তিনি অবিভাবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেয়েদের সমান দৃষ্টিতে দেখার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে প্রধান অতিথি বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম বলেন সমাজকে জাগ্রত করতে হবে। তিনি কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলেন। সেই সঙ্গে মেয়েরাও যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তা দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী মেয়েদের উৎসাহ দিতে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাঁরা ভালো ফল করেছে তাঁদেরকে স্কুটি উপহার হিসেবে প্রদান করেছেন। তাই সমমর্যাদা প্রদান করতে হবে মেয়েদের, তা-হলেই সমাজ উন্নত হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন রাজাবাজার সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পের সহকারী প্রকল্প আধিকারিক রণবিজয় দাস। তাঁর বক্তব্যে তিনি অনেক শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার হচ্ছে বলে সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসন এবং জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের যৌথ উদ্যোগে রাজাবাজার সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্পে ‘পরবরিশ’ নামের একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। বিগত বছরের সেপ্টেম্বর মাস থেকে তা চালু হয়েছে। এই প্রকল্পে পুষ্টিহীন শিশুদের লালনপালনের জন্য অনেকে সহযোগিতা করছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে মঞ্চে ছিলেন জেলা সমাজ কল্যাণ দফতরের আধিকারিক শাশ্বতী সোম ও উধারবন্দের সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক মৃণাল শইকিয়া। এর পর ছিল পশ্চাদপদ ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদানে অর্থ ও নান্দনিক উপহার প্রদানের কার্যসূচি। এতে আরএসটিসি উধারবন্দের পাঁচ ছাত্রীকে চেক ও প্রীতি উপহার তুলে দেন অতিথিরা। উপহারপ্রাপকরা জিনালি বর্মন, পুনম লাংথাসা, কবিতা ভর, পূজা দাস এবং সুস্মিতা দাস। পরে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া কাছাড় জেলার ছাত্রীরা যাঁরা মাধ্যমিকে ভালো ফল করেছে তাঁদের অর্থ ও নান্দনিক প্রীতি উপহার দেওয়া হয়। উপহারপ্রাপকরা যথাক্রমে সুহানি দাস, জয়শ্রী পাল, কে প্রিয়াঙ্কা সিংহ, স্মিতা নাথ, পূজা স্পৃহা দাস, শাশ্বতী গুপ্ত, বিশেষভাবে সক্ষম আফসারা বেগম বড়লস্কর এবং মাম্পি কুর্মিকে বিজ্ঞানে স্নাতক হওয়ায় তাকেও স্মারক দিয়ে সম্মাননা জানানো হয়েছে।

ধর্মনগরে নেতাজী জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল ধর্মনগরে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই উপলক্ষে ধর্মনগর দীঘির পাড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। পরে নেতাজী মূর্তিতে মাল্যদান করেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, মহকুমা শাসক কমলেশ ধর সহ সমাজসেবী এবং আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে দেশাত্ববোধক সংগীত পরিবেশন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীবৃন্দ।

সাব্রমে নেতাজী জন্মজয়ন্তী উদযাপিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ জানুয়ারি।। যথাযোগ্য মর্যাদায় গতকাল নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সকালে সাব্রুম শহরে নেতাজি চৌমুহনিতে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাব্রুম মহকুমার মহকুমা শাসক তড়িৎকান্তি চাকমা, সাব্রম থানার ওসি মুকুলেন্দ দাস সহ বিশিষ্ট জনেরা। স্থানীয় শিল্পীদের প্রভাতফেরি সাব্রুম শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। অনুষ্ঠানে মহকুমা শাসক নেতাজির সংগ্রামী জীবন ও দেশপ্রেমের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।